Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা- মুসিবতে ধৈর্যধারণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা আকতার রানু

রোলঃ 216022060227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা- মুসিবতে ধৈর্যধারণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা আকতার রানু

রোলঃ 216022060227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বালা- মুসিবতে ধৈর্যধারণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা আকতার রানু, আইডিঃ 216022060227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা- মুসিবতে ধৈর্যধারণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

-

(স্বাক্ষর)

আসমা আকতার রানু

আইডিঃ 216022060227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

টপিক -১. ভূমিকা...6

টপিক - ২.বালা মুসিবতের সংজ্ঞা :...8

টপিক - ৩. বালা- মুসিবতের প্রকারভেদ :...9

টপিক -৪. বালা মুসিবত আসার কারণ সমুহ:... 12

টপিক —৫: বালা-মুসিবতে পতিত হলে মুমিনের করনিয়:... 16

টপিক —৬: সবর বা ধৈর্যের সংজ্ঞা :-.. 23

টপিক —৭: সবরের প্রকারভেদ :-... 26

টপিক —৮: সবরের উৎস... 30

টপিক —৯: সবরের স্তর.. 34

টপিক —১০: সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত :.. 36

টপিক—১১: সবরের আদব :.. 40

টপিক —১২: সবর ঈমানের অর্ধেক.. 48

টপিক —১৩: নফস হলো বাহন আর সবর হলো তার লাগাম।.................... 54

টপিক —১৪: বান্দার গুনাহের কারণে বালা- মুসিবত :.. 58

টপিক —১৫ : বালা মুসিবত মানুষের হাতের কামাই.. 64

টপিক — ১৬ : বালা-মুসিবতে নিরাশ না হওয়া -.. 67

টপিক —১৭: বিপদ -মুসিবত উত্তরণে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নীতি ও কৌশল72

টপিক — ১৮: সবরের সুফল.. 82

টপিক —১৯: বেসবরের কুফল.. 88

টপিক —২০: সবরের প্রতিদান..94

টপিক —২১:কয়েকটি প্রতিষেধক..99

টপিক — ২২: একটি কবিতা...112

টপিক —২৩: পরিশিষ্ট 114

টপিক —২৪: তথ্যসূত্রঃ...117

টপিক -১. ভূমিকা

----------- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ------

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারিম ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমা'য়িন আম্মা বাদ ফাআউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
সর্বপ্রথম প্রশংসা জ্ঞাপন করছি সেই মহান সত্তার যিনি আসমান জমিন এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। কিন্তু মানুষের জীবন সর্বদাই সুখময় হয় না । বরং মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল।
কোন এক অবস্থায় মানুষের জীবন স্থির নয়। নানা রকম সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশা আসবে জীবনে এটাই স্বাভাবিক। কখনও তা অনেক বড় হয়ে আসে আবার কখনো ছোট হয়ে। সবসময় রবকে স্মরণ করতে হবে। জীবন নদীতে আনেক সময় হঠাৎ করে মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়ে যায়। এটা হয় রবের পক্ষ থেকে। কেননা আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে
বলেছেন : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। সূরা বালাদ (আয়াত :৪)

আয়াতে বর্ণিত كبد এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

মোটকথা কোন ব্যক্তি নির্বিবাদে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার নিয়ামত লাভ করেনি। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত ও কঠিন অবস্থার মধ্যে।
অতএব আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে, বহতা নদীর স্রোতের মতো জীবনের গতিপথ সরল এবং সোজা নয়, বরং তা সৃষ্টিগতভাবেই দুর্গম, বন্ধুর এবং কণ্টকাকীর্ণ।
রব তাঁর বান্দাদেরকে দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করেন তিনি বান্দাদেরকে ধৈর্যশীল দেখতে চান। ধৈর্যধারণের পুরস্কার রব নিজ হাতেই দেন। এর জন্য শুধু প্রয়োজন 'সবর'। জীবন নদীতে দুঃখের ঢেউয়ে সবয়েয় বৈঠা ধরেই পেতে হবে মহান রবের সেই মহা পুরস্কার।

আসলে মানুষের জীবনটা রাত-দিনের আবর্তনের মতোই। যেমন রাতের পর ভোর, ভোর শেষে সন্ধ্যা। এই নিয়ম কেবল গণনার জন্যই নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। পৃথিবির

আঁধারকে আমরা বলি রাত আর আলোকে বলি দিন। তেমনি জীবন-আঁধারের নাম হলো 'মুসিবত, দুঃখ, কষ্ট'। আর আলোর নাম হলো- 'সুখ, হাসি, আনন্দ'। পৃথিবির সময় যেমন দিন-রাতের আবর্তে চলছে, তেমনি জীবন-ঘুড়িও বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দের বাতাসে উড়ছে। কখনো কষ্টের কালো ঢেউ এসে সব সুখকে মুহুর্তেই বিষাদে পরিণত করে দেয়, আবার কখনো সুখীও আনন্দের এক পশলা বৃষ্টি ঝড়ে দুঃখের চিহ্নটুকু ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়।

আল্লাহর মুমিন বান্দারা কখনোই দুঃখ- কষ্টকে দেখে বিচলিত হন না। পেরেশানও হন না। তারা ধৈর্যধারণ করেন। মহান রবের কাছে সুখের সোনালি ভোরের প্রত্যাশায় চোখ ও বুক ভিজিয়ে দোয়া করতে থাকেন।

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين، وغلبة الرجال.

"হে আল্লাহ। নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের দমন-পীড়ন থেকে (সহিহ বুখারি: ২৮৯৩)

মুমিন ব্যক্তি মাত্রই বিশ্বাস করে যে, যত সংকটই আসুক না কেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। ফলে সে বিপদে পড়েও ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। বরং নিজের ভাষা ও আচরণ সংযত রাখে। কারণ, সে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে যে, মুমিনের জন্য বিপদ-আপদ নিয়ামতস্বরূপ। কারণ, এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট থেকে যথাযথ প্রতিদান পাওয়া যায়। তাই মুমিন বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি কান্নাকাটি করে। আল্লাহর কাছে নিজের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে। সৃষ্ট জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

সবর এমন এক তেজি ঘোড়া, যার গতি শ্লথ হয় না; এমন এক তলোয়ার, যা ভোঁতা হয় না; এমন সৈনিক, যে পরাজিত হয় না; এমন প্রাচীর, যা ধসে পড়ে না। আর ধৈর্য ও সাহায্য-তারা তো দুই সহোদর।

ধৈর্যই সাহায্য লাভের ভূমিকা; কষ্টই ডেকে আনে সুখ; কঠিনের পরই সহজ জগতের এই তো রীতি। কোনো দল-বল ও উপায়-উপকরণ ছাড়াই সবর বান্দার জন্য নিয়ে আসে আসমানি নুসরত। শরীরের জন্য মাথা যেমন, সাফল্য লাভে সবরের ভূমিকাও তেমন।

টপিক - ২.বালা মুসিবতের সংজ্ঞা :

>>বালা:

#শাব্দিক অর্থ : বালা উর্দু শব্দ [بلي] [بلاء] :[বালা'] যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিপদ, আপদ,দুর্যোগ, বালা, বালাই, দু:খ-কষ্ট, পরীক্ষা, সাহস, বীরত্ব,বাধা, বিপত্তি, ব্যাঘাত, অতিশয় দুর্দশা,দুরবস্থা, দুর্ঘটনা, ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি ।

>>মুসিবত :

#শাব্দিক অর্থ : মুসিবত (مصيبة) শব্দটি আরবী, এটি একবচন; বহুবচনে মাসায়িব(مصائب); যার অর্থ: বিপদ, বিপর্যয়, আকস্মিক বিপদ, ব্যথা, দুর্যোগ, দুঃসময়, ত্রাসমূলক, সীমাহীন, ভীতিকর, ভয়ানক ইত্যাদি।

#পারিভাষিক অর্থ :

*বালা এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য - অজ্ঞাত উৎসের বিপদ। যেমন করোনা ভাইরাস ।

*মুসিবতের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞাত উৎসের বিপদ। যেমন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি।

*মানাভি বালা- মুসিবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন - المصيبة اسم لكل ما يسوء الإنسان "বিপদ-মুসিবত হলো, এমন সব বস্তু যা মানুষকে কষ্ট দেয়।”

*কালবি বলেন,

" المصيبة ما يصيب من الشر

বিপদ -মুসিবত হলো, যা মন্দ বা খারাপ থেকে আসে।"

অতএব, বলা চলে বালা - মুসিবত হচ্ছে একটি আরেকটির সমার্থক শব্দ

মোটকথা হলো, মানুষ যা পছন্দ করেন তার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া এবং যা পছন্দ করে না তা তার কাছে চলে আসা এটাই হচ্ছে বালা মুসিবত।
সেটা হতে পারে শারীরিক, মানসিক, আত্মিক,
অর্থনৈতিক , প্রাকৃতিক, ইত্যাদি যেকোনো ধরনের

টপিক - ৩. বালা- মুসিবতের প্রকারভেদ :

দুনিয়াতে মানুষের জীবন এক অবস্থায় থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মানবজীবন পরিবর্তনশীল বানানোর পেছনে রয়েছে অনেক তাৎপর্য ও হিকমত। এ জীবনে যেমন আসে সুখের পর দুঃখ, সুস্থতার পর অসুস্থতা, তেমনি আবার আসে দুঃখের পরে সুখ এবং অসুস্থতার পরে সুস্থতা। সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা আবার অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা। পার্থিব এই জীবনে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা- মুসিবত, বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়।

বিপদ আপদ বালা মুসিবত বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

তবে, বান্দার সকল বিপদ নিম্নোক্ত চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত

১.নিজের সত্তার উপর বিপদ,

২. সম্পদের উপর বিপদ,

৩.ইজ্জত আবরুর উপর বিপদ,

৪. পরিবার পরিজন ও প্রিয় ব্যক্তিদের উপর বিপদ।

*আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

অর্থ :'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের। (সুরা বাকারা: ১৫৫)

*তিনি আরও বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَأَخْبَارَكُمْ

'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারী ও সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি। (সুরা মুহাম্মদ :৩১)

১.নিজের সত্তার উপর বিপদ :

সুস্থতাই সুখের মূল। সুস্থতা আল্লাহ তায়ালার এক অশেষ নিয়ামত। সুস্থ থাকতে মানুষ সুস্থতার কদর করতে জানেনা। যখন সে অসুস্থ হয় তখন সে সুস্থতার অভাব অনুভব করতে পারে। সুস্থ শরীর ছাড়া জীবনের কোন মূল্য নেই।

আবার,স্বাধীনতা এক অমুল্য নেয়ামত। যখন কোন স্বাধীন ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয়ে পড়ে তখন সে স্বাধীনতার নেয়ামতের গুরুত্ব অনুভব করে।যখন কোন নিরাপদ ব্যক্তি অনিরাপদ হয়ে যায় তখন
সে নিরাপদ থাকার গুরুত্ব বুঝতে পারে ।

২ . সম্পদের উপর বিপদ :

1. সম্পদ আল্লাহ তায়ালার এক অসীম অনুগ্রহ যা মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করে যার উসিলায় জীবন যাপন সহজ হয়,কিন্তু অনেক সময় সম্পদশালী সম্পদ হীন হয়ে পড়ে। ফলে তার জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে ওঠে। এটা তার সম্পদের ওপর এক ধরনের বিপদ।

৩ . ইজ্জত - আবরুর উপর বিপদ :

মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লার সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ সর্বদাই ইজ্জত সম্মানের সাথে পৃথিবীতে বিরাজ করতে চায়। কিন্তু কিছু কিছু সময় মানুষের উপর এমন কিছু বিপর্যয় নেমে আসে যখন তার মান সম্মান ইজ্জত আব্রু নিয়ে টানাটানি পড়ে যায় অর্থাৎ দেখা যায় যে অনেকে অনেক ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তখন সে বাহ্যিকভাবে সমাজের মধ্যে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকলেও তার অন্তরের সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। সমাজের লোকেরা তাকে সামনাসামনি ভালো বললেও পেছনে তাকে আড়চোখে দেখে। আবার কিছু সময় দেখা যায় মানুষ এমন কিছু অপরাধ করে যার কারণে তাকে লোকসম্মুখে শাস্তি পেতে হয় এমন অবস্থায় যে মানুষটি ছিল সমাজে সম্মানের শিখরে মুহূর্তের মধ্যেই তার সম্মান ধুলোয় মিশে যায়। সে হয় সমাজের মধ্যে একজন লাঞ্ছিত ব্যক্তি তখন তার আর সমাজে,পরিবারে কোন গুরুত্ব থাকে না। স্যার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এটাই হলো তার ইজ্জত আব্রুর উপরে বিপদ। মান সম্মান ইজ্জত আবরু ছাড়া মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় সমাজে বসবাস করে। এই জীবন তার কোন কল্যাণ বয়ে আনে না।

৪. পরিবার -পরিজন,ও প্রিয় ব্যাক্তিদের উপর বিপদ :

পরিবার-পরিজন, স্ত্রী -সন্তান আল্লাহ আল্লাহ তা'আলার এক অশেষ নেয়ামত। পরিবারে আমরা ভালোবাসার সাথে একে অপরের সাথে জুড়ে থাকি। কখনো কখনো এই ভালোবাসায় পরিপূর্ণ পরিবারে বিপদের কালো মেঘ ছেয়ে যায়, নেমে আসে কাল বৈশাখী ঝড়। তখন এই

পরিবার আর এক সুতোয় বাঁধা থাকে না, সে ভেঙে চুরে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, যেমন: স্বামী স্ত্রী কলহ বেঁধে সংসার ভেঙে যায়, আবার সন্তানাদের সাথে মন মালিন্য হলে সন্তান-সন্ততি দূরে চলে যায়, অনেক সময় ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বিবাদ এর কারণে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, এছাড়াও যখন পরিবারের কোন প্রিয়জন দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটিয়ে পরোপারে চলে যায় তখন পরিবারের বাকি সদস্যগণ বিষন্নতার ঘোর অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করেন। মনে হয় যেন এর চেয়ে বড় বিপদ আর কিছু হতে পারে না, এই অন্ধকার যেন কখনোই শেষ হবে না।

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মুসিবত মানুষের উপর পতিত হয়, যেমন : আসমানী মুসিবত, প্রাকৃতিক মুসিবত ইত্যাদি। বিপদের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান অনেক সময় দেখা যায়, মুত্তাকিম মুমিন ব্যক্তি সাধারণ মুমিনের তুলনায় বেশি বিপদের সম্মুখীন হন বর্তমান সময়ে বিপদ আসলে সকল মানুষকেই সীমাহীন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় দুনিয়ার ভিত্তি যে বিপদ আপদ এর ওপর রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে মনে হয় যেন তারা অবগত নয় । দুনিয়াতে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতারই অপেক্ষা করে, যুবক অপেক্ষা করে বার্ধক্যের এবং অস্তিত্বশীল বস্তু অপেক্ষা করে কখন তার অস্তিত্ব বিলিন হবে, এটাই বাস্তবতা।

অন্যান্য মানুষের ন্যায় নবি-রাসুলগণ-এর ওপরও

একের পর এক বিপদের ঝড় এসেছিল এবং অন্যদের তুলনায় তাঁরা অধিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আবু সাইদ খুদরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম,“হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন কারা?"

তিনি বললেন, "নবিগণ।"

আমি বললাম, "অতঃপর কারা?” তিনি বললেন:

ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

"তারপর নেককার লোকেরা। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্যপীড়িত হয় যে, শেষপর্যন্ত তার কাছে পরিধানের জুব্বাটি ছাড়া কিছুই থাকে না, যা সে তালি দিয়ে পরিধান করে। তবে এরূপ কঠিন বিপদেও সে এমন আনন্দিত হয়, যেমন তোমরা ধন-সম্পদ অর্জিত হলে আনন্দিত হও।"

(সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০২৪)

আমরা যখন কোনো বালা- মুসিবত, বিপদ - আপদে বা অসুস্থতায় আক্রান্ত হব, তখন অবশ্যই সমাধানের বৈধ সকল পন্থাই গ্রহণ করব। সম্ভাব্য কোনো প্রচেষ্টাকেই আমরা বাদ দেব না। আমাদের অন্তরে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়ার আশা জাগরুক থাকবে। তবে তা হতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত।

টপিক -৪. বালা মুসিবত আসার কারণ সমুহ:

আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতি সৃষ্টি করে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ভূষিত করেছেন। আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব যদি তার আসল মালিককে ভুলে যায় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে, তাহলে তার মালিক তার প্রতি শুধু অসন্তুষ্টই হন না, বরং তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হন।

বর্তমান যুগটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে অনেক দূরে এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কুফর, শিরক, নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহিতা, ধর্মহীনতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। হাদিস শরিফের ভাষ্য অনুযায়ী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং দীনের উপর অটল থাকা এতটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর চেয়ে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখা অনেক সহজ। ব্যক্তিগত গুনাহ থেকে কোনোভাবে বাঁচা গেলেও সামাজিক গুনাহ তথা খেত-খামার, ব্যবসা- বাণিজ্য, চাকরিবাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মূলত এসব হচ্ছে আমাদের উদাসীনতার কারণে।

আরো দুঃখের ব্যাপার হলো, নিজেদের এই উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাবের ফলে যে, অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার জন্য মানুষ এ কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছে যে, এ যুগে ইসলাম ও শরিয়ত অনুযায়ী আমল করা কষ্টকর।

একদিকে তো গুনাহের তুফান বইছে, দীনদারদের জন্য পৃথিবীর পরিবেশ জটিলতর হচ্ছে, অন্যদিকে আমাদের পাপাচারের ফলে দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ, খুনখারাবি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসসহ বহুমুখী লাঞ্ছনা মুসলমানদের উপর জেঁকে বসেছে। সংশোধনের সার্বিক প্রক্রিয়া অরণ্যে রোদন পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসবের মূল কারণ হলো মানুষ গুনাহকে গুনাহ জেনেও প্রবৃত্তির সামান্য চাওয়া পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়।

তবে আল্লাহ তাআলা যেহেতু অতিশয় মেহেরবান ও দয়াময়, তাই তিনি তাতক্ষণিক শাস্তি প্রয়োগ করেন না। তিনি অবকাশ দেন, বারবার সুযোগ দেন।

 আল্লাহতায়ালা আজাব গজব ৩ ধরনের হয়ে থাকে। যেমন -

১. আসমানী গজব

২.জমিনি গজব এবং

৩.পরস্পর ঝগড়া বিবাদ

আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ববর্তী উম্মতকে তিন ধরনের
শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন।
আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قل لهو القادر على أن يبعث عليكم غدانا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ولديق بعضكم بأن بعض النظر كيف الصرف الآيات لعلهم يفقهون

অর্থ

অর্থ: আপনি বলুন: তিনি সক্ষম তামাদের ওপর কোন শাস্তি প্রেরণ করতে, ওপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে, অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিতে এবং একে অন্যের ওপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাতে। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝে নেয়।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও বান্দার অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তিনি আমাদের চতুর্দিক থেকে আযাব দিতে সক্ষম। আমাদেরকে বিভিন্য দলে বিভক্ত করে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়ে দিয়ে আমাদেরকে অন্যান্য জাতির ন্যায় সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারেন। যার উদাহরণ কুরআনে বিদ্যমান।

মোট কথা এই আয়াতে তিন ধরনের শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে।

(১) আসমানি শাস্তি

(২) জমিনি শাস্তি

(৩) পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ।

কিন্তু প্রথম দুই ধরনের শাস্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আল্লাহ তাআলার কাছে এ দোয়া করেছিলেন যে তাঁর উম্মতকে যেন আগেকার উম্মতের মতো শাস্তি তথা মানবাকৃতিকে বানর, শূকর ইত্যাদির আকৃতিতে রূপান্তর, পাথরের বৃষ্টি, ভূমি উল্টিয়ে দেওয়ার মতো কঠিন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট করা না হয়।

বাকি একটি শাস্তি রয়ে গেছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে:

سالت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدا سألت ربي ان لا يهلك امتى بالسنة فأعطانيها وسألت ان يهلك امتي بالغرق فأعطانيها وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.

আমি আল্লাহর কাছে তিনটি দু'আ করেছি। দুটি কবুল হয়েছে এবং একটি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আটি কবুল হয়ছে। এর পর দু'আ করলাম আমার উম্মতকে যেন ঝড়ে তুফানে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আও কবুল করলেন। দু'আ করলাম আল্লাহ যেন আমার উম্মতকে পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত না করেন। আমার এই দু'আটি ফিরিয়ে দেয়া হলো।

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন কারনে মানুষের উপর বালা মুসিবত দিয়ে থাকেন। যেমন

১. বান্দার গুনাহের কারনে আজাব স্বরূপ,
২.আল্লাহতালার প্রিয় বান্দার উপর পরীক্ষা স্বরূপ,
৩.নেয়ামত স্বরূপ,
৪.দুনিয়াতেই পাপের সামান্য শাস্তি স্বরূপ,
এই বিষয় গুলো সম্পর্কে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করবো,ইনশা আল্লাহ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) মুহাজিরদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 'পাঁচটি মন্দ কাজ এমন আছে, যদি তোমরা তাতে জড়িয়ে পড়ো বা তা তোমাদের মধ্যে বাসা বাঁধে, তবে খুবই খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যেন এ পাঁচটি মন্দ কাজ তোমাদের মধ্যে জন্ম না নেয়।'

১.ব্যভিচার
২.মাপে কম দেয়া
৩.যাকাত না দেয়া
৪.আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা
৫.কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালানো

১. ব্যভিচার যদি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে, যা আগে ছিল না।

২.মাপে কম দেওয়া।' এ মন্দ কাজ যদি কোনো জাতির মধ্যে জন্ম নেয়, তবে তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

'জাকাত' না দেওয়া। এ মন্দ কাজ যাদের মধ্যে দেখা দেয়, তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। যদি সে অঞ্চলে পশু বা পাখি না থাকত, তবে আদৌ বৃষ্টি হতো না।

ঘ. আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। এ মন্দ কাজ যখন সমাজে দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর অমুসলিমদের আধিপত্য চাপিয়ে দেন। আধিপত্যবাদীরা তখন মুসলমানদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়।

ঙ. 'কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালানো।' যদি মুসলমান শাসকরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালায়, তবে আল্লাহ তাআলা মুসলিম সমাজে ভাঙন সৃষ্টি করে দেন। তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে সন্ত্রাস ও খুন-খারাবি শুরু হয়ে যায়।' (বায়হাকি, ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১০১৯)

হজরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বীনের কার্যকলাপে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে সেই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে ভয়- ভীতি ঢেলে দেওয়া হয়, কোনো সম্প্রদায়ে জিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়, কোনো সম্প্রদায়ের লোক মাপে কম দিলে তাদের রিজিক সংকুচিত করে দেওয়া হয়, কোনো সম্প্রদায়ে অন্যায়ভাবে বিচার-ফয়সালা করা হলে সে গোত্রে রক্তপাত বৃদ্ধি পায়, কোনো সম্প্রদায়ের লোক অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তাদের মধ্যে শত্রুতা প্রবল করে দেওয়া হয়। (মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত: পৃ. ৪৫৯)

—————0————

টপিক —৫: বালা-মুসিবতে পতিত হলে মুমিনের করনিয়:

মুসিবতে আক্রান্ত হয়না এমন কোন মানুষ নেই।পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ থেকে শুরু করে সবচেয়ে দরিদ্র লোকটিও জীবন চলার পথে কোন না কোন মুসিবতে পতিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে মুমিন বান্দার করণীয় কি? আসুন এই সম্পর্কে আমরা কুরআন থেকে জানি,
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

অর্থ: অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। (সুরা আল ইনশিরাহ:৫-৬)

এখানে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষণীয়:

১। আল্লাহ কিন্তু বলেননি কষ্টের পরে স্বস্তি আছে, আল্লাহ বলেছেন কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। প্রতিটা কষ্টই আসলে আমাদের জন্য স্বস্তি, কষ্টের মূহুর্তটা আমাদের জন্য স্বস্তি। কারণ, কষ্টের ঐ মুহুর্তগুলিতে যদি ধৈর্য্য ধরতে পারি, তাহলে সেই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

২। কষ্টটাই স্বস্তি, কারণ আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভালো পরিবর্তনগুলো, সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি আমরা শিখি কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তাই, কষ্ট আর স্বস্তি যেন একে অপরের সমার্থক।

বিপদ মুসিবতে পতিত হলে মুমিন বান্দার কি করতে হবে সেই দিক নির্দেশনা দিয়ে দয়াময় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসুলকে যে কথা বলেছেন সেটা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য । তিনি বলেছেন—

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"আপনি আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। কারণ আপনি আমার নজরে আছেন।" (সুরা তুর:৪৮)

অর্থাৎ আপনি ভয় পাবেন না। কারণ, আপনি আমার হেফাজতে আছেন। আর আমিই আপনার দেখভাল করব। আমার স্নেহ এবং দয়া আপনার সাথেই থাকবে।

তিনি আরও বলেন :

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ

'তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে। '(সুরা নাহল:১২৭)

অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা কোন সমস্যায় পড়লে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সবর করো এবং সবর করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

প্রিয় বান্দাকে প্রেমময় আল্লাহ ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ইমানদারগণ,ধৈর্যধারণ করো,ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকো । আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"(সুরা আল ইমরান :২০০)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ

رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

'হ্যাঁ নিশ্চয়, যদি তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। '(সুরা আল ইমরান : ১২৫)
সুবহানাল্লাহ, এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর সাহায্য বান্দার কত নিকটে!
আল্লাহ তায়ালা তার মুমিন বান্দাকে দুর্ভাবনা ও চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ.

"হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সামনাসামনি হবে বিশাল বাহিনি নিয়ে, তখন তোমরা পিছ-পা হবে না।"*(সুরা আনফাল:১৫)

তিনি আরও বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

"তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো না, ব্যথিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। "(সুরা আল ইমরান :১৩৯)

মুমিন বান্দা বিপদে আপদে কি উপায়ে করবে তারও দিকনির্দেশনা আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহতালা বলেন —

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

'তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ কাছে সাহায্য চাও। '(সুরা বাকারা:৪৫)

আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বান্দাকে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহতালার কাছে সাহায্য চাইতে বলেছেন। সালাত হচ্ছে ইসলামের এমন একটি রুকন যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহতালার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে। সালাতের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। সালাতে যখন বান্দা সিজদায় থাকে তখন বান্দা আল্লাহর সাথে নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারে এবং নিজের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা আল্লাহর কাছে চাইতে পারে আর আল্লাহতালাও তখন বান্দার সে কথা ফিরিয়ে দেন না। বান্দার যত প্রয়োজন আছে সব মিটিয়ে দেন।

তাহলে সিজদাহর ক্ষমতা কতটুকু?

জবাব হলো, সাড়ে ছয়শ পাখা থাকা সত্ত্বেও জিবরাইল আলাইহিস সালাম যে দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হননি কখনো; বান্দার এক সিজদাহ অনায়াসেই সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম।

(বই: জীবনের ভাঁজে ভাঁজে)

তাই এখান থেকে বোঝা যায় সিজদার কতটা শক্তি রয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় মুমিন বান্দাকে তার নিকটবর্তী করার জন্য সালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন।

#রাসূলুল্লাহ (সা:)যখন কোন কঠিন সমস্যায় পরতেন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। এই সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফে বর্নিত আছে –
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَخِي، حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

* মুহাম্মাদ ইবন ঈসা (রহঃ) .... হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন। (আবু দাউদ:১৩১৯)

#প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) তিনি ও তার উম্মতকে বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করার এবং আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিয়েছেন।
*বুখারি ও মুসলিম শরিফে হজরত আনাস(রা:) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসুলুল্লাহ জনৈক মহিলার কাছে এলেন। পুত্রের মৃত্যুশোকে সে তখন কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন:

إتق الله واصبري

'আল্লাহকে ভয় করো এবং সবর করো।'

* সহিহ বুখারিতে হজরত উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ-এর জনৈক কন্যা (জয়নব) তাঁর কাছে এই খবর দিয়ে লোক পাঠালেন-আমার এক পুত্র মরণাপন্ন; আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) আমার সালাম দেবে এবং বলবে:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرُ، وَلْتَحْتَسِبْ

'আল্লাহ যা কেড়ে নেন আর যা দান করেন-সব তারই অধিকারে। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।'

*তিরমিজি শরিফে ইয়াহইয়া বিন ওয়াসসাব (র:) থেকে, তিনি জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাস বলেন:

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

'যে মুমিন লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, সে ওই মুমিন থেকে উত্তম, যে লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যও ধরে না। (সুনানে তিরমিজি :২৫০৭)

* বুখারি ও মুসলিমে আবু সাইদ খুদরি থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ বলেন:

مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَ ا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

'সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নেয়ামত কেউ পায়নি।'(সহিহ বুখারী :১৪৬৯)

মুমিন বান্দা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,
عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ
لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের বিষয়টি বড়োই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর; মুমিন ছাড়া অন্যকারও ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয়। তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারণ করে, ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। "(মুসলিম :৭২২৯)

অর্থাৎ মুমিন বান্দারা তাদের দুঃখ- কষ্ট, বিপদ- আপদ কে আল্লাহ তাআলার দেয়া নেয়ামত হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিবে,তাতে বিচলিত হবে না।মামুন ব্যক্তির সব সময় আল্লাহর দেয়া বিপদ আপদ কে নিজের জন্য কল্যাণ মনে করবে। সে সব সময় আল্লাহর প্রতি এই সুধারনা রাখবেন যে বিপদ- আপদ,বালা- মুসিবত সব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে।আর সেটা হয়তো মুমিনের গুনাহ মাফের মাধ্যম হয় নয়তোবা তার কোন বড় শাস্তি কমিয়ে দেয়া হয়। আর সে আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত অন্য কারও নিকট অভিযোগ করবেনা। তাছাড়া মুসিবতের সময় বান্দার আরো অনেক আমল আছে যা করলে তার ফায়দা লাভ হয়।নিচে সংক্ষেপে এগুলো তুলে ধরা হলো —

>> বিপদ-আপদে বিচলিত না হয়ে এটাকে আল্লাহর রহমত মনে করা।

>> এ বিপদ-মুসিবত নিজের পাপ ও অন্যায়ের কারণে ঘটেছে মনে করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বিনয়ী হওয়া।

>> মুসিবত থেকে আত্মরক্ষায় আল্লাহর কাছে অবনত মস্তকে ক্ষমা চাওয়া।

>> বিপদ ও মুসিবতে সবর অবলম্বন করা। বেসবরি ও হা হুতাশ করা থেকেও বিরত থাকা।

>> যে কোনো বিপদ-মুসিবতে সালাতুল হাজত'
দু'রাকাআত নামাজ আদায় করে নেয়া। নামাজ পড়ে বিপদ আপদ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।

>> বিপদ-মুসিবতে বা কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করা। কোনোভাবেই ইবাদত- বন্দেগি ও আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল না হওয়া।

>> বিপদ ও মুসিবত যত ছোটই হোক বা যত বড়ই হোক সব সময় উল্লেখিত দোয়া পড়া। মনে রাখতে হবে যদি শরীরে একটি কাঁটাও বিধে তাহলেও এ দোয়া পড়া-

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي - وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا

উচ্চারণ: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন; আল্লাহুম্মা আযিরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফলি খাইরাম মিনহা। (মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, মানুষের কোনো কিছু হারিয়ে গেলে ৪১ বার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়া অত্যন্ত ফলদায়ক ও পরীক্ষিত আমল।

তাই দুনিয়ার সব ধরনের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবতে ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির-আজকার ও তার সাহায্য কামনা করা উচিত। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো দোয়া পড়াও জরুরি।

সারকথা হলো, মুমিন বান্দারা আনন্দের সময় শুকরিয়া আদায় এবং দুঃখের সময় ধৈর্যধারণ করার ব্যাপারে অটল ও অবিচল থাকবে।
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين َ

'আর সবরকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।'(সুরা আল ইমরান :১৪৬)

তাই বিপদ -আপদে, বালা- মুসিবতে মুমিনের অবশ্য করনীয় হবে সবর এবং শোকরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা এবং নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দান করুন। আমিন।

টপিক —৬: সবর বা ধৈর্যের সংজ্ঞা :-

 # সবরের আভিধানিক অর্থ :-

সবর আরবি শব্দ (الصَّبْرُ)। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আটকে রাখা ও বাধা দেয়া।

অনেকে বলেন لصَّبْرُ। এর মর্মার্থ হলো, الشِّدَّةُ وَالْقُوَّة বা কাঠিন্য ও শক্তি।

কেউ বলেন, الصَّبْرُ -এর মর্মার্থ হলো, الضَّم، الجمْعُ অর্থাৎ একত্রিত হওয়া, মিলানো। যেহেতু الصَّابِرُ তথা ধৈর্যশীল ব্যক্তি নিজেকে জমিয়ে রাখে এবং বিপদের সময় অবিচল থাকে।

আসল কথা হলো, الصَّبْرُ শব্দের তিনটি অর্থই বিদ্যমান : الْمَنْعُ، الشِّدَّة، অর্থাৎ বারণ করা, শক্ত হওয়া, একত্রিত করা।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَوَجْهَه.ُ

"হে নবি! আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহবান করে।"১

অর্থাৎ হে নবি! আপনি তাদের সাথে নিজেকে আটকে রাখুন। তাদের থেকে আলাদা বা পৃথক হবেন না।
বনি ইসরাইল বলেছিলো, যেমনটা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ

"আমরা একই খাদ্যর উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না"

উপরিউক্ত কথাগুলো থেকে বুঝা যায় যে,
সবর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-আটকে রাখা, আবদ্ধ রাখা ,বাধা দেয়া ইত্যাদি।

#সবরের পারিভাষিক সংজ্ঞা :-

সবর মানুষের একটি অন্যতম চারিত্রিক গুণ। 'সবর' দ্বীনি মর্যাদাসমূহের একটি এবং 'সালিকদের' (আধ্যাত্মিক সাধনাকারী) একটি মনজিল। যা মানুষকে অসুন্দর ও অসংলগ্ন কাজ থেকে বিরত রাখে।

*নবিজি (সা:)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

'ইমানের জন্য সবর দেহের জন্য মাথার ন্যায়।

#সালাফগণ সবরকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন —

*হাসান (র:) বলেন, 'সবর হলো কল্যাণের একটি রত্নভান্ডার। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেই তা দান করেন, যে তাঁর নিকট সম্মানিত।

*আবু দারদা (রা:) বলেন, 'ইমানের সর্বোচ্চ চূড়া হলো, ফয়সালার ব্যাপারে সবর এবং তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্টি।

*আবু মুহাম্মাদ জারিরি(র:) বলেন, সবর মানে হলো, সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা আর উভয় অবস্থায় হৃদয় প্রশান্ত থাকা।

*হজরত আলি ইবনে আবি তালেব(রা:) বলেন,
সবর এমন এক তেজি ঘোড়া, যার গতি শ্লথ হয় না।

*জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ (র:)-কে সবর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, ভ্রূকুটি না করে তিক্ততা ও মুসিবত সহ্য করার নাম সবর।

*জুন্নুন (র:) বলেন, বিরোধিতা না করা, বিপদ ও মুসিবতের ভিড়ে অবিচল থাকা আর জীবিকার অঙ্গনে চরম দারিদ্র্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সচ্ছলতা প্রকাশ করাই হলো সবর।

*আবু উসমান-(রা:)এর মতে, পরম ধৈর্যশীল তো সে, যে নিজেকে বিপদ ও মুসিবতে অবিচলতায় অভ্যস্ত করে তোলে।

*আমর ইবনে উসমান মক্কি (র:) বলেন, সবর হলো, আল্লাহর সাথে থাকা এবং মুসিবতকে খুশিমনে প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়া।
অর্থাৎ সে প্রফুল্লচিত্তে মুসিবতকে মেনে নেবে; অস্থির ও অধৈর্য হবে না, অভিযোগ করবে না।

*কারও মতে, সবর মানে কোরআন ও সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকা।

*রুয়াইম (র:) বলেন, সবর হলো, অভিযোগ ও শিকায়েত না করা।

*আবু আলি(র:) বলেন, অটল ও অবিচলতার নামই হলো সবর।

*আবু আলি দাক্কাক (র:) সবরকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে: সবর হলো, তাকদিরের ওপর প্রশ্ন না তোলা। অভিযোগ করা ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যদি বিপদের কথা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবরের পরিপন্থী হবে না।

কতিপয় আলেম সবরের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : প্রবৃত্তি ও স্বভাবের চাহিদার ওপর দ্বীন ও বিবেকের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম সবর।

এর মানে হলো মানুষের প্রবৃত্তি চায় মনমতো চলতে আর দ্বীন ও আকল সেটা হতে দেবে না। ফলে উভয়ের মধ্যে বেঁধে যায় লড়াই। বান্দার হৃদয় হলো এই লড়াইয়ের ময়দান। আর ধৈর্য হলো সাহস ও অবিচলতা।
সর্বোপরি কথা হলো, পারিভাষিক অর্থে সবর হলো এমন এক মানসিক শক্তি,যার দ্বারা পরিশুদ্ধ হয় মানুষের অবস্থা এবং সুসংহত হয় তার অবস্থান।

টপিক —৭: সবরের প্রকারভেদ :-

শরিয়তের পঞ্চ আহকামের বিচারে সবর পাঁচ প্রকার। যথা:

১.ওয়াজিব,
২. মুস্তাহাব,
৩.হারাম,
৪. মাকরুহ ও
৫.মুবাহ।

ওয়াজিব সবর ৩ প্রকার:

ক. হারাম থেকে সবর করা বা বিরত থাকা। যেমন যিনা থেকে নিজেকে বিরত ও সংযত রাখা ওয়াজিব।

খ. ওয়াজিব আমলসমূহ আদায়ের ওপর সবর করা। যেমন, ফজরের সালাতে যেতে যে কষ্ট হয়ে থাকে, তার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব।

গ. বালা-মুসিবতে পতিত হলে চিৎকার-চেঁচামেচি, কামড়া -কামড়ি না করে তার ওপর সবর করা ওয়াজিব। যাতে বান্দার কোনো হাত নেই।
যেমন: রোগ-ব্যাধি, দরিদ্রতা ইত্যাদি।

২.মুস্তাহাব সবর:

রাতের সালাত আদায় করতে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে পানি পান করা হলো মাকরুহ। সুতরাং দাঁড়িয়ে পানি পান না করে বসে পান করার ক্ষেত্রে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাতে ধৈর্যধারণ করাও মুস্তাহাব।অর্থাৎ
ব্যথা ও বেদনায় সবর, মুস্তাহাব আমলসমূহ আদায়ের কষ্টে সবর, অপরাধীর প্রতিশোধ না নিয়ে সবর ইত্যাদি সব মুস্তাহাব সবরের পর্যায়ে পড়ে।

৩. হারাম সবর:

হারাম সবর হলো হারাম বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সবর করা। হারাম সবরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হলো:

ক.কারো স্ত্রী খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে আর স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বাঁধা দিতে সক্ষম, তখন তাকে বাঁধা। প্রদান না করে ধৈর্যধারণ করা হলো হারাম।

খ.খানাপিনা না খেয়ে সবর করা, যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়।
ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি জীবন বাঁচানোর জন্য মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু না থাকে, তবে সেগুলো খেয়ে জীবন রক্ষা করতে হবে। না খেলে যদি মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তবে হারাম খাদ্য ভক্ষণ না করে সবর করা হারাম।

*ইমাম তাউস ও ইমাম আহমদ বলেন, কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি মৃত জন্তু বা রক্ত ব্যতীত খাওয়ার জন্য অন্য কিছু না পায়, তবে সে জীবন রক্ষার খাতিরে সেগুলোই খাবে। যদি সে হারাম খাদ্য বলে সেগুলো না খেয়ে মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।
গ.হারাম সবরের আরেকটি প্রকার হলো, হিংস্র প্রাণী, সাপ, আগুন, পানি ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা না করা অথবা হত্যা করতে উদ্যত কাফেরকে বাধা না দেওয়া।
*এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ-(সা:)বলেছেন,

فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك علي وجهك

'তুমি যদি আশঙ্কা করো যে, তরবারির ঝলক তোমাকে ঝলসে দেবে, তবে তুমি হাত দিয়ে নিজের মুখ আড়াল করে ফেলবে। (সুনানে আবু দাউদ :৪২৬১)
কারও জীবননাশ বা মর্যাদাহানি করার চেষ্টা করা হলে, তার প্রতিরোধ না করে সবর করা জায়েজ হবে না।

৪.মাকরুহ সবরের উদাহরণ :

*পানাহার করা, কাপড় পরা এবং স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকা, যার কারণে শারীরিক ক্ষতি হয়।
*স্ত্রীর পক্ষ থেকে সহবাসের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোনো সমস্যা ছাড়াই সঙ্গম থেকে বিরত থাকা।

*মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয়ার ওপর ধৈর্য ধারণ করা মাকরুহ। আর মাকরুহ কাজ থেকে বিরত না থেকে সেগুলোকে অনবরত করে যাওয়া ও মাকরুহ।
*মুস্তাহাব কাজসমূহ ছেড়ে দেওয়া।

৫.মুবাহ বা বৈধ সবর হলো, ঐচ্ছিক কাজসমূহ না করা।

#ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন-

১. ওয়াজিব বিধানের উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব, আর ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণ হয় এমন কাজের উপর ধৈর্যধারণ করা হারাম।

২. হারাম থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব, আর হারামের উপর ধৈর্যধারণ হারাম।

৩. মুস্তাহাবের উপর ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব, আর মুস্তাহাব ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। এমনিভাবে মাকরুহ থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব।

৪. মাকরুহের উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ।

৫. মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ।
(উদ্দাতুস সাবিরিন :২৩)
ওয়াজিব কাজ ও গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে আপতিত কোনো মুসিবতের উপর অধৈর্য ও বিরক্তি প্রকাশ না করাও ওয়াজিব।

#আলি (রা:)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সবর তিন প্রকার:

১.মুসিবতে সবর,
২.ইবাদতে সবর ও
৩.নাফরমানি ত্যাগে সবর

*যে ব্যক্তি মুসিবতে সবর করে নিজেকে প্রবোধ দেয় এবং সুন্দরভাবে কষ্টের দিনগুলো পার করে, আল্লাহ তাকে তিনশ মর্যাদা দান করেন।

*যে ব্যক্তি ইবাদতের কষ্টে সবর করে, তার আমলনামায় সাতশ মর্যাদা লিপিবদ্ধ করা হয়।

*আর যে বান্দা নাফরমানি পরিত্যাগের কষ্টে সবর করে, তার জন্য নয়শ মর্যাদা লেখা হয়। (উদ্দাতুস সাবিরিন,পৃষ্ঠা -৯৭)

#**অবস্থান হিসেবে ধৈর্য দুই প্রকার। যেমন -**

১. শারিরিক ধৈর্য।
২. আত্মিক ধৈর্য।

*এই দুই প্রকার আবার দুই ধরণের:

ক. ইচ্ছাধীন,
খ. অনিচ্ছাধীন।

সেই হিসেবে ধৈর্যের মোট চারটি প্রকার হতে পারে-
১. শারিরিক ইচ্ছাধীন ধৈর্য, যেমন: ইচ্ছা করে কোনো গুনাহের কাজ না করা।

২. শারিরিক অনিচ্ছাধীন ধৈর্য, যেমন: বিনা কারণে কেউ কাউকে শরীরে আঘাত দিলো; আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাতে ধৈর্যধারণ করলো। এখানে তার ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই।

৩. ইচ্ছাধীন আত্মিক ধৈর্য, যেমন: কেউ মনের খোরাকের জন্য গান- বাদ্য শুনা থেকে নিজেকে বিরত রাখছে।

৪. অনিচ্ছাধীন আত্মিক ধৈর্য, যেমন: কেউ তার প্রিয়াকে হারিয়ে ধৈর্যধারণ করছে। জগতের সব মানুষই এই প্রকার ধৈর্যের মাঝে ঘূর্ণায়মান। তবে ইচ্ছাধীন দুই প্রকারের মাধ্যমে মানবজাতি অনান্য প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে থাকে।

টপিক —৮: সবরের উৎস

আমরা যখন বিপদ আপদে পড়ে যাই তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা অস্থির হয়ে যায় । আমাদের জানা থাকে না, এটা কত কাল স্থায়ী হবে। আমাদের মনে সেই বিপদ দূর হয়ে যাওয়ার আশা জাগ্রত হয়। আমরা মুখে মুখে দুআ করতে থাকি। ভয় এবং শঙ্কা আমাদেরকে ঘিরে ধরে। হতাশার কালোমেঘ আমাদেরকে ছেয়ে ফেলে। যখন আমরা চিন্তা করি যে, বিপদটা আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে, আরও মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে, তখন আমরা ভয় পাই। কারণ আমরা আমাদের চারপাশে যখন তাকাই, তখন এমন-কোনোকিছুর সন্ধান পাই না, যার ভিত্তিতে আমরা সবর করতে পারব। কারণ বিপদ-আপদ হয়তো উচ্চ পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

আমাদের সমস্যা বিপদ আপদ নিয়ে এক্ষেত্রে আমরা একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি। ধরে নেই যে, আমার বিপদটি এমন-কোনো অসুখ, যার কারণে আশঙ্কা হচ্ছে আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি। তা হলে এভাবে একটি সমীকরণ তৈরি করতে পারি। যেমন,

* আমি + চোখ না থাকা = একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষ

যদি কারোর সন্তান হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকে তা হলে সমীকরণটা এভাবে দাড় করানো যায় ,

*জীবন + আমার সন্তান হারানো = সীমাহীন দুঃখ

এভাবে প্রতিটি বিপদের ক্ষেত্রে আমরাএকটি সমীকরণ তৈরি করি। সমীকরণ তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে, আমাদেরকে ধৈর্য ধারন করতে হবে। আর দুর্বল অন্তর থেকে কখনোই ধৈর্য উৎসারিত হয় না এটা শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি সাহায্য করেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" ِ

সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। (সূরা আল ইমরান -আয়াত ১২৬)

তিনি আরও বলেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

"তুমি সবর করো। আর তোমার সবর কেবল আল্লাহর মাধ্যমেই লাভ হবে। (সূরা নাহল-১২৭)

অতএব, ধৈর্যের উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়ালা
এই আয়াতগুলো তার যথার্থ সাক্ষী বহন করছে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সবর আল্লাহর থেকে লাভ হয়। এমনিভাবে নিরাপত্তা ও প্রশান্তিও আল্লাহ তায়ালা দিয়ে থাকেন।
আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের ওপর আপতিত বিপদের চেয়ে আল্লাহর সাহায্য শক্তিশালী। সুতরাং সাহায্যকারী যখন আল্লাহ, তখন আর কোনো ভয় নেই।
যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنْ يَنْصُرْكُمُ الله فلا غالت غَالِبَ لَكُمْ

"যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তা হলে তোমাদেরকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।"
(সূরা আল ইমরান -১৬০)

তাই এমনটা কখনো ভাবা উচিত নয় যে, আমার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব না, আমি ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম। দুর্বল হৃদয়ের ওপর নির্ভর করে ধৈর্য ধরা সম্ভব না বরং আল্লাহই আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং নিরাপদে রাখবেন। এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

"যারা ঈমানদার আল্লাহ তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন।
(সূরা ইব্রাহীম -২৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً

"অতঃপর তিনি দুশ্চিন্তার পর তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন।"
(সূরা আল ইমরান -১৫৪)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ

"তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন। "
(সূরা ফাতাহ-১৮)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা এবং শূলিতে চড়িয়ে হত্যার শঙ্কাকে পায়ে ঠেলে মূসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর যেসব জাদুকর ঈমান এনেছিল তাদের দুআটি দেখুন,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

"হে আমাদের রব, আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করার
তাউফিক দিন।"
(সূরা আরাফ-১২৬)

অত:পর বৃষ্টির মতো ধৈর্যের বারিধারা যেন তাদের অন্তরে বর্ষিত হয় এবং তাদের অন্তর প্রশান্ত করে তোলে।)
সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, ধৈর্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে।
এবার আসুন,আমরা সেই পূর্বের সমীকরণে ফিরে যাই, যদি আমরা পূর্বের সমীকরণটিকে নিম্নোক্ত ছকে সাজাই, তা হলে দেখব আমাদের আর কোনো পেরেশানি নাই।

*আমি + চোখ না থাকা + আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ধৈর্য =পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট একজন মানুষ।

*হায়াত + আমার ছেলে হারানো +আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আন্তরিক প্রশান্তি = সন্তুষ্টি, নেকির প্রত্যাশা ও নতুন উদ্যম।
তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে,কোন বিপদই আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের চেয়ে অধিক শক্তিশালী নয়। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহতালার কাছে সাহায্য চাই তাহলে তিনি আমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।
*রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

"যদি সাহায্য চাইতে হয় তবে আল্লাহর কাছে চাও।"

(ইবনু কুদামা, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ: ১৩)

*নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য এক হাদীসে বলেছেন,

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ

" যে আল্লাহর কাছে ধৈর্য চায়, তিনি তাকে ধৈর্য দান
দান করেন।"
(বুখারী -১৪৬৯)

*আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"কোনো মুসিবতই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।" (সূরা তাগাবুন-১১২)

অর্থাৎ তিনি অন্তরকে সঠিক পথ দেখান এবং বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দেন।

বিপদে পড়লে আমরা এই হাদীসের প্রতি খেয়াল করবো, যেখানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن المعونة تأتى من الله على قدر المؤنة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء

"কষ্ট অনুপাতে আল্লাহর থেকে সাহায্য এসে থাকে এবং মুসিবতের পরিমাণ অনুপাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধৈর্য এসে থাকে।"
সার কথা হচ্ছে এটাই যে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, নিশ্চয় কোন বিপদই আল্লাহর সাহায্যের চেয়ে বড় হতে পারে না। যিনি আমাদেরকে সব বিষয়ে সাহায্য করেন কাছ থেকে আমরা পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা লাভ করতে পারি। যেভাবে তার কাছ থেকে আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রের সাহায্য পেয়ে থাকি। ধৈর্য ধারণ করার সক্ষমতাও আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অর্জন করি অতএব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে,সবর বা ধৈর্যের উৎস একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

টপিক —৯: সবরের স্তর

বুকে হাজারো কষ্ট সহ্য করে প্রিয়তম প্রভুর চাহিদা অনুযায়ী নিজের মন বা হৃদয়কে আটকে রেখে এবং আল্লাহ তায়ালার নিষেধাজ্ঞাগুলোকে মেনে নিয়ে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক সওয়াব দান করেন। কেননা সে নিজেকে হতাশা ও পেরেশানি থেকে মুক্ত রেখে এক আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করেছে।
সবর বা ধৈর্য কেবল এক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়।
বরং এর অনেক স্তর রয়েছে যা একটা অন্যটা থেকে উত্তম। যেমন -
*আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর নিজেকে অটল রাখতে ধৈর্যধারণ করা, গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ধৈর্যের তুলনায় বেশি মর্যাদাবান। কারণ আল্লাহ-র ওয়াজিব বিধান পালন করা তার কাছে গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেয়েও উত্তম।
* আবার গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার ধৈর্যটা বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ অপেক্ষা উঁচু স্তরের। কেননা ওয়াজিব বিধান পালন করা ও গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা হলো মানুষের ইচ্ছাধীন। আর কারো পক্ষ থেকে কোনো কিছুর উপর বাধ্য করার কারণে তাতে ধৈর্যধারণ করা—এটা ইচ্ছাধীন নয়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন, আমি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা-কে বলতে শুনেছি-

জুলেখার প্রেমের প্রস্তাবের মোকাবিলায় ইউসুফ-এর ধৈর্যধারণ করা, তার ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া, পরবর্তীতে মিশরের বাজারে বিক্রি হয়ে যাওয়া ও মা-বাবার থেকে পৃথক হওয়ার দুর্দশার উপর ধৈর্যধারণ করার তুলনায় উত্তম।

কেননা ইউসুফ-এর সাথে তার ভাইদের যে আচরণ ছিলো তাতে ধৈর্যধারণ ছিলো অনিচ্ছাধীন। সেখানে ধৈর্য ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিলো না। কিন্তু জুলেখার মিথ্যা প্রেমে হাবুডুবু না খেয়ে নিজেকে সংযত রাখা ছিল ইচ্ছাধীন ও মনের সাথে যুদ্ধের নামান্তর।

সুতরাং আল্লাহ-র আনুগত্য করার জন্য ধৈর্যধারণ এবং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা কোনো বালা-মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করা থেকে উঁচু স্তরের।
মহান রবের আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করা হলো সর্বোচ্চ ধৈর্যধারণ। এই প্রকারের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ কুরআনে অসংখ্যবার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ

"আপনি তার ইবাদত করুন ও তাতে সবর করুন, তথা সুদৃঢ় থাকুন। "(সুরা মারইয়াম: ৬৫)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ 'ওয়াসতাবির' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেটা ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তরকে বুঝায়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ-র বিধান আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

"আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাত কায়েম করতে আদেশ করুন এবং তাতে ধৈর্যধারণ করতে বলুন। (সূরা ত্বোহা: ১৩২)

* ইউনুস বিন ইয়াজিদ বলেন, আমি রাবিয়া বিন আবু আব্দুর রহমান-কে জিজ্ঞেস করি, সবরের সর্বোচ্চ স্তর কী? তিনি উত্তর দেন, বান্দার বিপদাপন্ন অবস্থা ও বিপদমুক্ত অবস্থা একই হওয়া।)

আল্লাহর তায়ালা বলেন:

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا(

'সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ করো, পরম ধৈর্য। '২৮৯

কায়স বিন হাজ্জাজ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'সবরে জামিল' বা পরম ধৈর্য বলে বোঝানো হয়েছে, বিপদগ্রস্ত লোক সবার সাথে এত স্বাভাবিক আচরণ করবে যে, তাকে দেখে কেউ আলাদাভাবে চিনতে পারবে না।

সারকথা হলো-ধৈর্যের সর্বোচ্চ ও পূর্ণ স্তর হলো আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর নিজেকে আটকে রাখা। আর গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা হলো তার পরের স্তর।)
(মাদারিজুস সালেকিন: ২/১৫৭)

টপিক —১০: সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত :

আমরা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুকাত। আমাদের জীবনের প্রতিনিয়তই বিভিন্ন রকমের সমস্যা, বালা- মুসিবত, দুঃখ -দুর্দশা এসেই থাকে কিন্তু এই বালা -মুসিবত, দুঃখ -দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করার জন্যে ধৈর্যের গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম।

সবর বা ধৈর্যের গুরুত্বের কথা ইসলাম ধর্মে বারবার বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. (মৃত্যু: ২৪১ হি.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি জায়গায় সবরের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ইবনুল কায়্যিম রাহ., পৃ. ৭১, যদিও ইবনে আশুর রাহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আততাহরীর ওয়াততানবীর' কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। (আততাহরীর ওয়াততানবীর ১/৪৭৮)

যাহোক সবর শব্দটি যে কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, সেটা উপরের কথা থেকে স্পষ্ট। এ থেকে বোঝা যায় সবর মুমিনের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা। অবশ্য-অর্জনীয় এক বিষয়।

তাফসিরে বায়জাবি অনুসারে ধৈর্য তিন প্রকার:

১. 'সবর আনিল মাসিয়াত', অর্থাৎ অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকা।

২. 'সবর আলাত তআত', অর্থাৎ ইবাদতে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎ কর্মে কষ্ট স্বীকার করা।

৩. 'সবর আলাল মুসিবাত', অর্থাৎ বিপদে অধীর না হওয়া।

কোনো লোক যদি ওপরের পথ ধরে ধৈর্য অবলম্বন করে, তবে তার জীবনে পূর্ণতা ও সফলতা আসবে। এই সবরে বা ধৈর্যে কিছু মূল্যবান উপাদান আছে। প্রথমত, অন্যায়-অপরাধ ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকা। সব রকমের অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি অন্যতম উপায়।

দ্বিতীয়ত, ইবাদত ও সৎ কাজ করা। ইবাদত ও সৎ কাজ পবিত্রতা এনে দেয়।

তৃতীয়ত, প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য ধরে থাকা। সবরে কামিল বা পরিপূর্ণ ধৈর্যই মানবজীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে।

#ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেছেন,

وَالْعَصْرِ -إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (সুরা আসর, আয়াত: ১-৩)।

এই সুরার শেষে আল্লাহ ধৈর্যকে সাফল্যের নিয়ামকরূপে বর্ণনা করেছেন।

#আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ: হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০)।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে আমরা যদি ইহকাল এবং পরকালের সফলতা লাভ করতে চাই তাহলে আমারদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে,

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন।

*ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا بِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ أُولَبِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ مِنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

"যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর।" (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭)

তিনি আরো বলেন,

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

...

"মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর; তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে। (সূরাআ'রাফ : ১২৮)

ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক হজরত আইয়ুব (আ.)। ১৮ বছর পর্যন্ত সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পরম সাফল্য লাভ করেছিলেন। নবী হজরত ইউনুস (আ.) কে সামান্য অধৈর্য হওয়ার কারণে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতের আঁধারে উত্তাল সমুদ্রবক্ষে হিংস্র মাছের উদরে যেতে হয়েছিল।
এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে উদ্দেশ করে কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ

অর্থ: অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য-সহচরের (ইউনুস আলাইহিস সালাম) ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। (সুরাকলম, আয়াত: ৪৮)

#আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون.َ

"তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব।" (সূরা নাহল :৯৬)

ধৈর্য ধারণকারীর সাফল্য সুনিশ্চিত, কারণ আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ধারণকারীর সঙ্গে থাকেন; আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যার সঙ্গে থাকবেন, তার সফলতা অবধারিত। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصلوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ

অর্থ: হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩)।

যেমন, হজরত মুসা (আ.) নদীপাড়ে এসে নদী পারাপারের উপায় না দেখে সমূহ বিপদ দর্শনে উম্মতকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন,

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۝

অর্থ: (মুসা আলাইহিস সালাম) বলল, 'কখনোই নয়! (আমরা ধরা পড়ব না, পরাজিতও হব না,কারণ) আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।' (সুরা শোআরা, আয়াত: ৬২)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও কত অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য।

অন্ধকার পথে চলতে হলে যেমন আলোর প্রয়োজন হয় তেমনি মুসিবতের সময় নিজেকে অবিচল রেখে সফলতার দিকে চলতে হলে ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

*তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

الصبر ضياء.

সবর ও ধৈর্য হল আলো। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২)

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যুতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে।

———০———

টপিক—১১: সবরের আদব :

আল্লাহ-র ইবাদতের আনুগত্যের তিনটি ধরণ হয়ে থাকে।
এক. আনুগত্যের পূর্বের ধৈর্য: সেটা হচ্ছে-আনুগত্যের জন্য নিয়তকে সহিহ ও স্বচ্ছ এবং লৌকিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

দুই. আনুগত্যের মাঝের ধৈর্য-সেটা হচ্ছে ইবাদত করার জন্য অনবরত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা।

তিন. আনুগত্যের পরের ধৈর্য-সেটা হচ্ছে ইবাদত করার পর তা কারো কাছে প্রকাশ না করা ও খোঁটা ইত্যাদির মাধ্যমে আমলকে বিনষ্ট না করার উপর ধৈর্যধারণ করা। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের আমলকে বিনষ্ট করে দিও না।"(সূরা বাকারা: ২৬৪)

#আল্লাহ তায়ালা সবরকে ইসলামের সকল রুকন ও ইমানের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

*সবরকে সালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ বলেন:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة(ِ

'সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সুরা বাকারা: ৪৫)

*নেক আমলে সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে বলেন:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات(ِ

'তবে যারা সবর করেছে এবং নেক আমল করেছে।' (সুরা হুদ: ১১)

*তাকওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে বলেন:

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرِ(ْ

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি মুত্তাকি ও ধৈর্যশীল।' (সুরা ইউসুফ: ৯০)

*শোকরের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور(ٍ

'নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'(সুরা ইবরাহিম: ৫)

*হক ও সত্যের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر(ِ

'পরস্পর হকের উপদেশ দেয় ও সবরের উপদেশ দেয়।'(সুরা আসর: ৩)
সবর এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা ইসলামের প্রত্যেকটি রুকনের সাথে জড়িয়ে আছে। তাই সবরের সঠিক সময় এবং আদব সম্পর্কে আমাদের জানা থাকা অতি জরুরি। নিচে এই সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করা হলো—

ধৈর্যের সময় :
বুখারি ও মুসলিম শরিফে হজরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসুলুল্লাহ(সা:) জনৈক মহিলার কাছে এলেন। পুত্রের মৃত্যুশোকে সে তখন কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন:

إتق الله واصبري

'আল্লাহকে ভয় করো এবং সবর করো।'

উত্তরে মহিলা বলল, তুমি কি আমার মুসিবতের পরোয়া করো না? রাসুলুল্লাহ (সা:)চলে যাওয়ার পর মহিলাকে বলা হলো, আরে! তিনি আল্লাহর রাসুল! শুনে মহিলা ভয়ে মুষড়ে পড়ল। দ্রুত রাসুলুল্লাহ-এর দরজার কাছে গেল। দরজায় প্রহরী ছিল না। মহিলা মরিয়া হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা:)-কে বলল, হে আল্লাহ রাসুল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি! তিনি বললেন:

الصبر عند أول صدمة

'সবর তো মুসিবতের প্রাথমিক অবস্থাতেই অবলম্বন করতে হয়। '(সহিহ বুখারি: ৭১৫৪, সহিহ মুসলিম: ৯২৬)

অপর একটি হাদিসে এসেছে -
আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসুল (সা:)এক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলেন একজন মহিলা কবরের উপর অঝোরে কাঁদছে। তখন রাসুল (সা:)বললেন-

'হে মহিলা! আল্লাহ-কে ভয় করো এবং তোমার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করো। উত্তরে সে মহিলা বললো, আপনি তো আর আমার মতো না (আমার মতো হলে বুঝতেন কষ্ট কাকে বলে!); তখন দয়ার নবি মুহাম্মাদে আরাবি তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন না। কিন্তু ঐ মহিলা নবিকে চিনতেন না, তাই সে এভাবে বলেছে। ক্ষণিকপরে মহিলাকে জনৈক ব্যক্তি বলল- (আরে!) এই ব্যক্তি তো নবি মুহাম্মাদে আরাবি। অতঃপর মহিলা মুহাম্মাদ-(সা:)এর দরজা মুবারকের সামনে গেলেন, কিন্তু রাসুল (সা:)-কে সেখানে পেলেন না। মহিলা বলতে লাগলো- 'আমি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি; আমি তো নবিকে চিনতাম না।' তখন রাসুল জবাবে বললেন-'হে মহিলা, শোনো! কোনো বিপদের ধৈর্যতো প্রথম কষ্টের সময়েই হয়ে থাকে। (প্রথম অবস্থাতেই ধৈর্যধারণ করা হচ্ছে ধৈর্যধারণের আসল সময়।)(সহিহ বুখারী-১২৮৩)

আল্লামা কুরতুবি বলেন-
বুকে হাজারো কষ্ট সহ্য করে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অনেক সওয়াব দান করেন। প্রথম যখন কোনো বিষয় মাথার উপর চেপে বসে ঠিক তখনই ধৈর্যধারণ করা হলো আসল সময়। এরপরে তো এমনিতেই ধীরে-ধীরে কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। তারপরে আর ধৈর্য ধরতে হয় না। এমনিতেই ধৈর্যধারণ করতে হয়। কারণ ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই বলা হয় সত্যিকার জ্ঞানী প্রথম কষ্টেই ধৈর্য ধরতে পারে, আর মূর্খরা তা তিন দিন পরে করতে সক্ষম হয়।
(তাফসিরে কুরতুবি: ২/১৭৪।)
অর্থাৎ মুসিবতের প্রথম আঘাতেই সবর করা হলো সবরের মূল সময়। ***
সবরের আদব:

(গায়রুল্লাহর কাছে অভিযোগ করা থেকে জিহ্বাকে, আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে অন্তরকে এবং মুখ-চাপড়ানো ও কাপড় ছেঁড়া ইত্যাদি থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখাই হলো সবর।

*ইবনে আবিদ্দুনিয়া বলেন, মুহাম্মদ বিন জাফর বিন মিহরান কুরাইশের জনৈক মহিলার এই কবিতা আমাকে শোনান:

أما والذي لا خلد إلا لوجهه * ومن ليس في العز المنيع له كفو لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه * لقد يجتني من غبه الثمر الحلو

'শপথ সেই চিরন্তন সত্তার, যার মর্যাদা ও মহিমার কোনো তুলনা হয় না। জেনে রেখো, যদিও সবরের শেকড় তিক্ত, কিন্তু এর ফল সুমিষ্ট।'

মুসিবত প্রকাশ করা এবং বিপদ নিয়ে আলোচনা করা সবরের পরিপন্থী। আর মুসিবত গোপন রাখা সবরের মূল আদব।

(হাসান বিন সাব্বাহ সুলাইমান খালাফ বিন তামিম(র:)@ থেকে, তিনি জাফর বিন থেকে, তিনি আব্দুল আজিজ বিন আবু রাওয়াদ থেকে, তিনি নাফে থেকে, তিনি ইবনে উমর এ থেকে বর্ণনা করেন, *রাসুলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

مِنَ الْبِرّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالصَّدَقَةِ

'বিপদাপদ, রোগব্যাধি ও দান-সদকার কথা গোপন করা নেক আমলে অন্তর্ভুক্ত। '(হিলয়াতুল আউলিয়া: ১২১৯২)

রাসুলুল্লাহ (সা:)আরও বলেন:

مَنْ بَثَّ فَلَمْ يَصْبِرْ

'যে ব্যক্তি মুসিবতের কথা প্রকাশ করল, সে সবর করল না। '(মুসনাদে আহমদ: ১/২৩৭)

*হজরত আনাস (রা:)থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন:

مِنَ كنوز الْبَرّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ وَمَا صَبَرَ مَنْ بَثَّ

'বিপদাপদ গোপন করা নেক আমলের ভাণ্ডারগুলোর একটি। আর যে ব্যক্তি বিপদের কথা প্রকাশ করল, সে সবর করল না।'

* হিব্বান বিন আবু জাবালা বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসিবতের কথা বলে বেড়ায়, সে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

*সুফিয়ান সাওরি বলেন-

তিন জিনিষের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করবে-

১. দুঃখ-কষ্ট কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে।

২. বালা-মুসিবতের কথা কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে।

৩. হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার কথা সবার কাছে না বলে ধৈর্যধারণ করবে।)

(তবে সুফিয়ান সাওরি-এর বক্তব্যের অর্থ হলো নারাজ বা বিরক্ত হয়ে কাউকে বলবে না। নতুবা চিকিৎসা বা অন্যান্য কারণে অন্যকে বলা ধৈর্যের বিপরীত কাজ নয়। তবে অনেকে বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করার দাবি করলেও বলার ধরণ থেকে বুঝা যায় সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। যেন মুখে একটা আর অন্তরে আরেকটা। এমন না করা চাই।)

#মুসিবতে স্থির থাকা সবরের আদব।
অস্থিরতা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক আর সবর বুদ্ধিমত্তার। বিপদে অস্থির হয়ে পড়া এবং আতঙ্কিত হওয়া সবরের পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ منوعا(

'মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ। ' (সুরা মাআরিজ: ১৯-২১)

*সাবেত (রা:) বলেন, মুতাররিফ-এর ছেলে আব্দুল্লাহ মারা গেল। আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গেলাম। দেখলাম, তিনি সুন্দর কাপড় পরে সুগন্ধি মেখে বসে আছেন ইতিপূর্বে কখনো তাকে এমন দেখিনি। আমি ব্যাপার জানতে চাইলে তিনি বললেন, হে আবু মুহাম্মদ, তুমি কি আমাকে অস্থির হতে বলছ যাতে শয়তান খুশি হয়? আমি কি শয়তানকে দেখাব যে, আমি মুসিবতে পড়েছি? হে আবু মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম! আমি যদি পুরো দুনিয়ারও মালিক হতাম, আর আল্লাহ সবটুকু ছিনিয়ে নিতেন, তারপর কেয়ামতের দিন আমাকে এক চুমুক পানি পান করান; তবে এই দুনিয়া সেই এক চুমুক পানির মূল্যও হতো না।)

*আমর বিন বুকাইর এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

صبرت وكان الصبر خير مغبة وهل جزع يجدي علي فاجزع ملكت دموع العين حتي رددتها إلي ناظري فالعين في القلب تدمع

'আমি ধৈর্য ধারণ করেছি; কেননা, ধৈর্যেই আমি পেয়েছি যত কল্যাণ। ভীতি ও অস্থিরতা কিছুই দিতে পারে না। আমি হাতে তুলে নিয়েছি দুচোখের নিয়ন্ত্রণ, থামিয়ে দিয়েছি অশ্রুপ্রবাহ। তবে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ থামানো যায়নি।

#**বিপদের বিনিময়ে সওয়াব আশা করা**

* সহিহ বুখারিতে হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ-এর জনৈক কন্যা (জয়নব) তাঁর কাছে এই খবর দিয়ে লোক পাঠালেন-আমার এক পুত্র মরণাপন্ন; আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) আমার সালাম দেবে এবং বলবে:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرُ، وَلْتَحْتَسِبْ

'আল্লাহ যা কেড়ে নেন আর যা দান করেন-সব তারই অধিকারে। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।'

*সুনানে নাসায়িতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ

'কোনো মুমিন বান্দার প্রিয়জন যদি দুনিয়া থেকে চলে যায়, আর এতে সে সবর করে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা রাখে, তবে আল্লাহ তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো নেয়ামত দান করে সন্তুষ্ট হন না। তিনি আরও বলেন, জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদানের নির্দেশ দেওয়া হয় না। (সুনানে নাসায়ি:১৮৭১)

*সহিহ বুখারিতে আবু হুরাইরা(রা:)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ বলেন:

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنَّةَ

'আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যদি কোনো মুমিনের প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাই, আর এই কষ্টে যদি সে সওয়াবের আশায় সবর করে, আমার কাছে তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (সহিহ বুখারি:৬৪২৪)

*হুসাইন বিন আব্দুল আজিজ জারাবি (রা:)বলেন, আমার আদরের এক সন্তান মারা গেলে আমি তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, আল্লাহকে ভয় করো, এই মুসিবতের বিনিময়ে সওয়াবের প্রত্যাশা করো এবং সবর অবলম্বন করো। সে বলে, আমার মুসিবত অনেক কঠিন, ধৈর্যহীন হলেই তো আর তা চলে যাবে না।

মুসিবতে পতিত হলে স্বাভাবিক থাকা:

মুসবতে পতিত হলে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা মেনে নেয়াই সবরের আদব।
মুতারিফ বিন আব্দুল্লাহ(র:)-এর ছেলে মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসে। তিনি হাসিমুখে তাদের সামনে আসেন। তারপর বলেন, আমি আল্লাহর দেওয়া মুসিবতে মন খারাপ করতে লজ্জা পাই।)
এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর তায়ালা বলেন:

)فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا(

'সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ করো, পরম ধৈর্য। '২৮৯

*মুজাহিদ (র:)বলেন-
'সবরে জামিল' হলো, কষ্ট ও দুঃখ পাওয়ার পরেও অস্থিরতাকে ও দুঃখটাকে বুকে চেপে রাখা এবং ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা। ১৮

*আমর বিন কায়স(র:) বলেন, 'সবরে জামিল' এর অর্থ হলো, মুসিবতকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়া।

*কায়স বিন হাজ্জাজ (র:) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'সবরে জামিল' বা পরম ধৈর্য বলে বোঝানো হয়েছে, বিপদগ্রস্ত লোক সবার সাথে এত স্বাভাবিক আচরণ করবে যে, তাকে দেখে কেউ আলাদাভাবে চিনতে পারবে না।

মুসিবতে চিৎকার -চেচামেচি এবং বিলাপ না করা সবরের আদব। বিপদে পড়ে জামা ছেঁড়া, মুখ চাপড়ানো, এক হাত অপর হাতে মারা, মাথা কামানো, অভিশাপ দেওয়া ইত্যাদি সবরের পরিপন্থী। তাই যারা বিপদে পড়ে উচ্চস্বরে বিলাপ করে, মাথা কামায় এবং জামা ছিঁড়ে; রাসুলুল্লাহ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছেন।

*মুসনাদের ইমাম আহমদে ইবনে আব্বাস(রা:)এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন,

إنه مهما كان من العين ومن العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان

'শোকের প্রকাশ যদি ঘটে চোখের অশ্রুপ্রবাহে ও অন্তরের বিষাদে, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং মন দয়ার্দ্র হওয়ার কারণে। আর যদি শোকের প্রকাশ হাত ও জিহ্বার দ্বারা হয়, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। '(মুসনাদে আহমদ:১/২৩৭)

*তিরমিজি শরীফে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা:)থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন :

نهيت عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فاجرين : صوت عند مُصِيبَة ، خمش وجوه ، وشق جُيُوب ، وَرَنَّة الشَّيْطَان

'আমি গাধাসুলভ পাপজনক দুটি প্রতিক্রিয়া দেখাতে বারণ করেছি-ক. মুসিবতের সময় চিৎকার করা, মুখে খামচি মারা ও জামা ছেঁড়া; খ. শয়তানি বিলাপ করা।(সুনানে তিরমিজি: ১০০৫)

*বুখারি ও মুসলিম শরিফে হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:)থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা:)ইরশাদ করেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوى

الجاهلية

'যারা শোকে চেহারায় আঘাত করে, জামা ছিঁড়ে এবং জাহেলি যুগের মতো চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। '(সহিহ বুখারি:১২৯৭)
*উম্মে সালামা থেকে আবু দাউদ শরিফেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমাদের কেউ বিপদাপন্ন হলে সে যেন বলে:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَاجِرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا

'আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা তার কাছেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছেই আমার বিপদের কথা পেশ করছি। আমাকে এই মুসিবতের উত্তম প্রতিফল দান করুন এবং বিপদকে আমার জন্য কল্যাণে পরিণত করুন। '(সুনানে আবু দাউদ: ৩১১৯)

সুতরাং উপরিউক্ত হাদিসগুলো দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে বিপদ আপদে কিংবা কোন মুসিবতে আপতিত হলে স্থির থাকা, স্বাভাবিক থাকা, সবরের পরিপন্থী কোন কাজ না, করা বিপদ-আপদ গোপন রাখা, মসিবতে বেসবর না হয়ে সওয়াবের আশা রাখা, কষ্টে নিপতিত হলে চিৎকার করে কান্নাকাটি না করা, কাপড়- চোপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে না ফেলা, মাথায় , গালে , শরিরের কোন স্থানে আঘাত না করা,এমনিভাবে জাহেলি যুগের মানুষদের ন্যায়
কোনো বদদোয়া ইত্যাদি না করাই সবরের আদব।
তবে হ্যাঁ, মুসিবতে পতিত হয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তারের নিকট শরণাপন্ন হওয়া ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ নয়। এমনিভাবে মুসিবতে ও কষ্টে আক্রান্ত হয়ে নিরবে ক্রন্দন করাও ধৈর্যের বিপরীত নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক সময়ে, সঠিক আদবের সাথে উত্তম ধৈর্য ধারনের তৌফিক দান করুন।
আমিন।

টপিক —১২: সবর ঈমানের অর্ধেক

ইমানকে দুইটি আলাদা অংশে ভাগ করা যায়- এক অংশের নাম সবর ও অপর অংশের নাম শোকর।

একাধিক সালাফ থেকে বর্ণিত: সবর ইমানের অর্ধেক।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, ইমানের দুটি অংশ: সবর ও শোকর।

আল্লাহ তায়ালা এই দুই অংশকে একত্রে কোরআনে উল্লেখ করেছেন:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور(ٍ

'এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। (সুরা ইব্রাহিম :৫)

সুরা হা-মীম, সুরা সাবা ও সুরা লুকমানেও সবর ও শোকরকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমানের এই দ্বিধাবিভক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়ে থাকে:

প্রথম: কথা, কর্ম ও ইচ্ছা—এই তিন উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইমান। আর এই উপকরণত্রয়ের দুটি অংশ হলো, সম্পাদন ও পরিত্যাগ। 'সম্পাদন' মানে (কথায়, কর্মে ও ইচ্ছায়) আল্লাহর আনুগত্য করা। আর এটিই শোকরের প্রকৃত মর্ম। আর 'পরিত্যাগ' মানে নাফরমানি থেকে সবর করা। এই দুটি অংশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় গোটা দ্বীন আল্লাহর নির্দেশ পালন ও নিষেধ বর্জন।

দ্বিতীয় : ইমান দাঁড়িয়ে আছে দুটি ভিত্তির ওপর-একিন ও সবর। আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

يُوقِنُون(َ

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত; এজন্য যে, তারা সবর করেছিল। আর তারা আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাস ও একিন রাখত। '(সুরা সাজদা:২৪)

একিন ও দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের মর্ম অনুধাবন করা যায়। আর সবরের সাহায্যে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন ও নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করা হয়।

শরিয়তে বর্ণিত যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ এবং পুরস্কার ও শাস্তি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তার সত্যায়ন করা একিন ব্যতীত সম্ভব নয়। আবার সবর ব্যতীত আল্লাহর নির্দেশ পালন ও নাফরমানি পরিত্যাগে সর্বদা অটল থাকা অসম্ভব। সুতরাং সবর ইমানের অর্ধেক। দ্বিতীয় অর্ধেক হলো আল্লাহর আনুগত্য অর্জন ও নাফরমানি বর্জনের মাধ্যমে শোকর আদায় করা।

তৃতীয়: ইমান হলো কথা ও কর্মের সমষ্টি। কথা আবার দুই প্রকার: মুখের কথা ও অন্তরের কথা। কর্মও দুই প্রকার অন্তরের আমল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল।

যে অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে স্বীকার করে না, সে মুমিন নয়। ফেরআউনের গোষ্ঠী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا(

'তারা অন্যায় ঔদ্ধত্যে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলেই গ্রহণ করেছিল।(সুরা নামল:১৪)

আদ ও সামুদ গোত্র সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন:

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ(

'আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়িঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে তুলেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। '(সুরা আনকাবুত:৩৮)

মুসা (আ:) ফেরআউনকে বলেন:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ

'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এসব স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন- প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ। '(সুরা বনি ইসরাইল :১০২)

আয়াতে যাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাদের অন্তরের কথা ঠিক ছিল। অর্থাৎ তাদের অন্তরে সঠিক জ্ঞান ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানের দ্বারা তারা মুমিন হবে না।

অনুরূপভাবে যে মুখে স্বীকার করল, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করল না, সেও মুমিন হবে না; বরং মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
একইভাবে কেবল অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতির দ্বারাও কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অন্তরের আমলগুলোও সম্পাদন করবে। যেমন: ভালোবাসা ও ঘৃণা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ইত্যাদি। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসবে। আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বিদ্বেষ ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে হৃদ্যতা রাখবে। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে অকুণ্ঠ চিত্তেঃ রাসুলুল্লাহ-এর আনুগত্যে বিলিয়ে দেবে সবকিছু। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই শরিয়তকে আঁকড়ে ধরবে। এই সবকিছু করার পরও তার ইমান পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে শরিয়া-নির্দেশিত আমলগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করে।

এই চারটি হলো ইমানের খুঁটি, যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ইমান। আর ইমান গঠিত হয় দুটি বস্তুর সমন্বয়ে ইলম ও আমল।) প্রবৃত্তিকে দমন করাও আমলের অন্তর্ভুক্ত। (আর সবর ছাড়া ইলম ও আমল কোনোটিই অর্জিত হয় না। সুতরাং ইমান দুইটি অংশে বিভক্ত হলো-এক হলো সবর আর দ্বিতীয়টি সবরজাত ইলম ও আমল।

চতুর্থ: নফস বা প্রবৃত্তির দুটি শক্তি আছে-কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার শক্তি ও কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার শক্তি। নফস সর্বদা এই দুই শক্তির মাঝে ঘুরপাক খায়। সে তার প্রিয় কাজগুলো সম্পাদন করে এবং অপ্রিয় কাজগুলো থেকে বিরত থাকে। আর দ্বীনের পুরোটাই তো সম্পাদন ও বর্জন আল্লাহ নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন। আর এসব করতে হলে সবরের কোনো বিকল্প নেই।

পঞ্চম: দ্বীন হলো প্রত্যাশা ও আশঙ্কার সমন্বয়। মুমিন অন্তরে যুগপৎ আশা ও শঙ্কা উভয়ই লালন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

)إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا(

'তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত; আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সঙ্গে। '(সুরা আম্বিয়া :৯০)

*সহিহ বুখারি শরিফে ঘুমানোর একটি দোয়ায় এসেছে:

إليك، وألجأت اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري ظهري إليك رغبة ورهبة إليك

'আমি আমার জীবন তোমাকে সমর্পণ করলাম, নিজেকে তোমার অভিমুখী বানালাম, আমার সকল কাজ তোমার হাতেই সোপর্দ করলাম এবং আমি তোমার কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করলাম- তোমার প্রতি আগ্রহ ও শঙ্কা নিয়ে।'(সহিহ বুখারি:২৪৭)

প্রত্যেক মুমিনই আশাবাদী ও শঙ্কিত। আর প্রত্যাশা ও আশঙ্কা উভয়ের। ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে সবরের ওপর। আল্লাহর ভয় তাকে সবর করার। প্রেরণা যোগাবে আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তাকে শোকরের পথ দেখাবে।

ষষ্ঠ: পার্থিব জীবনে বান্দা যত কাজ করে, এসবের দ্বারা হয় তো তার। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে কল্যাণ সাধিত হবে বা ক্ষতি হবে; অথ বা দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো একটিতে কল্যাণ হবে বা ক্ষতি সাধিত হবে। যে কাজে আখেরাতে কল্যাণ সাধিত হয়, তা সম্পাদন করা এবং যে কাজে আখেরাতে ক্ষতি সাধিত হয়, তা বর্জন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল বলে বিবেচিত হবে। বস্তুত এটিই ইমানের দাবি। এখন আখেরাতে কল্যাণ হয় এমন কাজ করা হলো শোকর; আর আখেরাতে অকল্যাণ ডেকে আনে এমন কাজ বর্জন করা হলো সবর।

সপ্তম: বান্দার সঙ্গে তিনটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক. নির্দেশ পালন, খ. নিষেধ বর্জন, গ. তাকদিরের গতি-প্রকৃতি। এই তিনটি বিষয়ে কখনো বান্দাকে শোকর করতে হয়, আবার কখনো সবর। নির্দেশিত আমলসমূহ সম্পাদন করাই শোকর আর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ বর্জন এবং তাকদিরের ফয়সালায় ধৈর্য ধারণ করাই হলো সবর।
অষ্টম (মানুষের মধ্যে দুধরনের চাহিদা রয়েছে। একটি তাকে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হতে প্ররোচিত করে আর অপরটি আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, আখেরাতের অনন্ত সুখ ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখায়। প্রথম চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা হলো সবর আর দ্বিতীয় চাহিদার আহ্বানে সাড়া দেওয়া হলো শোকর।

নবম: দুটি মূলনীতিকে কেন্দ্র করে দ্বীন আবর্তিত হয় দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতা। মুসনাদে আহমদ ও নাসায়ি শরিফে বর্ণিত একটি হাদিসে মূলনীতি দুটি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে:

اللهم إني أسئلك الثبات في الأمر، والعزيمة علي الرشد،

'হে আল্লাহ, আমাকে কর্মে স্থিরতা দান করুন এবং সত্যের পথে দৃঢ়সংকল্প রাখুন।(সুনানে নাসায়ি:১৩০৪)

শোকরের মর্ম হলো সংকল্পের শুদ্ধতা আর সবরের মূল হলো অবিচল শক্তি। যার দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতা থাকবে, সে আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিক পেয়ে ধন্য হবে।

দশম দ্বীনের ভিত্তি দুটি মূলনীতির ওপর হক ও সবর। পবিত্র কোরআনের ভাষায়:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(ِ

'যারা পরস্পরকে হক ও সত্যের উপদেশ দেয় এবং সবরের উপদেশ দেয়। '(সুরা আসর:৩)

বান্দার কাছে শরিয়তের দাবি হলো হকের ওপর সে নিজে আমল করবে এবং হককে সমাজে বাস্তবায়ন করবে। এটিই শোকরের মর্মকথা। আর বান্দা সবর ছাড়া শরিয়তের এই দাবি আদায় করতে পারে না। সুতরাং সবর ইমানের অর্ধাংশ সাব্যস্ত হলো।

টপিক —১৩: নফস হলো বাহন আর সবর হলো তার লাগাম।

নফস শব্দটি আরবি। নফস শব্দের অর্থ প্রাণ, আত্মা- যা সকল প্রাণির দেহেই বিরাজমান। নফস হলো সেই অলৌকিক বস্তু, যা মানুষের দেহে ফুঁ দিয়ে প্রাণের সঞ্চার করা হয়। অথবা নফস সেটাই যা আল্লাহ মানব দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। মৃত্যুর সময় যা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলছেনঃ-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ প্রত্যেক নফসকে তথা প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (সূরা: আলে-ইমরানঃ-১৮৫)।

মূলত মানুষের নফস একটাই। পবিত্র কোরআনে যার তিনটি রূপ উল্লেখ করা হয়েছে-বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। নফস তিন প্রকার। যথাক্রমে-

১) যে 'নফস' মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এটির নাম ('নফসে আম্মারা') نفس أمارة ।

إِنَّ النَّفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم رَبِّي إِنْ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيم ٌ

নিশ্চয় মানুষের 'নফস' মন্দ-কর্মপ্রবণ কিন্তু সে
নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন।নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা ইউসুফ: ৫৩)

২) যে 'নফস' ভুল বা অন্যায় কাজ করলে অথবা ভুল বা অন্যায় বিষয়ে চিন্তা করলে কিংবা খারাপ নিয়ত রাখলে লজ্জিত হয় এবং সেজন্য মানুষকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করে। এটির নাম নফসে 'লাউয়ামাহ'(نفس لوامة)।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ

আরও শপথ করি সেই 'নফসে'র, যে
নিজেকে ধিক্কার দেয়। (সূরা কিয়ামাহ: ০২)

৩) যে 'নফস' সঠিক পথে চললে এবং ভুল ও অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করলে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে তাকে বলে 'নফসে মুতমাইন্নাহ
(نفس مطمئنة)
আল্লাহ তায়ালা বলেন,
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿﴾

হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (সূরা ফাজর ২৭, ২৮)

মানুষের জীবনের দুটি বড় শত্রু হলোঃ
১. নাফস
২. শয়তান।
এই নফস ও শয়তান দুটোই প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে নানান গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। নফস ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ করে আর শয়তান সেটিকে আমাদের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলে তাতে লিপ্ত করায়। নফস ও শয়তান দুটোই আমাদের শত্রু। তবে নফস শয়তানের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর শত্রু। কারণ, এই নফসই শয়তানকে শয়তান বানিয়েছে। শয়তানের আগে তো আর কোন শয়তান ছিল না। এই নফসই শয়তানকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরিণামে সে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়েছে। কাজেই আমাদের এই নাফসের তাজকিয়া দরকার।

##**নফস থেকে বাঁচার উপায়ঃ**

আল্লাহ সুবহানু তায়ালা আল্লাহর রাসুল (স) কে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি দায়িত্ব ছিল "মানুষের অন্তর কে পরিশুদ্ধ করা "
#আল্লাহ সুবহানু তায়ালা একই সুরাতে সাতবার কসম খেয়ে বলেছেন—
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। [সুরা শামস ৯১:৯]
وقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

এবং সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলুশিত করেছে। [সুরা শামস ৯১:১ ০]

কাজেই আমরা যদি নিজেদের সফলকাম করতে চাই, ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদের নফস কে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

#পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (হযরত ইউসুফ (আ:) বলেন -
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا. مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيم ٌ

আমি নিজের নফসকে পবিত্র মনে করি না।
নিশ্চয়ই নফস (সবাইকেই) মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, একমাত্র ওই ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা ইউসুফ: ৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যার প্রতি দয়া করেন, কেবল সে-ই নফসের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। সুবাহান'আল্লাহ!

মানুষের নফস অর্থাৎ প্রবৃত্তি চায় মনমতো চলতে আর দ্বীন ও আকল সেটা হতে দেয় না। ফলে উভয়ের মধ্যে বেঁধে যায় লড়াই। বান্দার হৃদয় হলো এই লড়াইয়ের ময়দান। আর ধৈর্য হলো সাহস ও অবিচলতা। লড়াইয়ে জিততে হলে অবশ্যই সবরের সাথে লড়তে হবে নয়তো নিশ্চিত পরাজয় মেনে নিতে হবে।
নফসের মধ্যে দুটি ক্ষমতা আছে:

১. কর্মক্ষমতা বা কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার শক্তি।
২. বারণক্ষমতা বা কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার শক্তি।

সবরের মর্ম কথা হলো, কল্যাণের কাজে কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করা আর অকল্যাণ থেকে বাঁচতে বারণ-ক্ষমতা ব্যবহার করা।

✓ কিছু লোকের পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও কল্যাণের ওপর অটল থাকার ধৈর্য পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার ধৈর্যের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়। তারা ইবাদতের কষ্টে তো সবর করে, কিন্তু গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সবর করতে ব্যর্থ হয়।

আবার কিছু লোক এমন আছে, যাদের পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার ধৈর্য পুণ্যকর্মে নিয়োজিত হওয়ার ধৈর্যের চেয়ে শক্তিশালী।

আবার এমন কিছু লোক আছে, যারা না ইবাদতের কষ্টে সবর করতে পারে, না গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কষ্টে।
* যে উভয় প্রকারের সবর করতে পারে, সে সবচেয়ে উত্তম।*

নফস' বা প্রবৃত্তি হলো বান্দার বাহন, যাতে সওয়ার হয়ে সে জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে সফর করে। আর সবর হলো সেই বাহনের লাগাম। যদি লাগাম না থাকে, তবে প্রতিটি মোড়েই সে পথ হারাবে।

*হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার এক ভাষণে বলেন, হে লোকসকল, তোমরা নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। কেননা মন্দের দিকে আকৃষ্ট হওয়া নফসের মজ্জাগত স্বভাব। যে নিজের নফসের নাকে (সবরের) লাগাম পরিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে রহম করুন। লাগাম টেনে সে নফসকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় এবং নাফরমানি থেকে ফিরিয়ে রাখে। কেননা, আল্লাহ তায়ালার আজাবে সবর করার চেয়ে তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার কষ্টে সবর করা অনেক সহজ।

মানুষের সবর যদি প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর জয়ী হয়, তবে সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়ে যায়।
আর প্রবৃত্তির চাহিদা যদি তার সবরের ওপর বিজয়ী হয়, তবে সে শয়তানেদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে।
আর যদি তার স্বভাবগত চাহিদা, যেমন: খাওয়া-দাওয়া, সহবাস ইত্যাদি তার সবরের ওপর জয়ী হয়, তবে সে চতুষ্পদ জন্তর পর্যায়ে নেমে যায়।

সারকথা হলো এই যে,নফসকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে হলে সবরের কোন বিকল্প নেই।

টপিক —১৪: বান্দার গুনাহের কারণে বালা- মুসিবত :

গুনাহ অর্থ হচ্ছে অবাধ্যতা। আল্লাহ তার রাসূলের কোন বিধানের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা করলে তাকেই গুনাহ বলা হয়। আল্লাহর সাথে নাফরমানির পরিণাম এতো ভয়াবহ হয় যে তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
গুনাহে অভ্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো, একটি দুর্গন্ধময় ঘর, যেখানে সব ধরনের ময়লা-আবর্জনা জমে আছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই অবস্থায় কেউ যদি বাইরে থেকে সেই ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে সে একমুহূর্তও সেখানে থাকতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সে ঘরেই সব সময় থাকে এবং দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার কোনো কষ্টই হবে না। কারণ সে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ যদি তাকে বলে, তুমি কীভাবে এই দুর্গন্ধময় ঘরে থাক? তোমার কি খারাপ লাগে না? উত্তরে সে বলবে, কোথায় গন্ধ পেলে তুমি? আমি তো এখানে খুব আরামেই আছি।

এমনিভাবে যারা প্রকৃত মুমিন, যাদের অন্তর তাকওয়ার কারণে আয়নার মতো স্বচ্ছ-পরিষ্কার, তারা খুব সহজেই গুনাহের অন্ধকার অনুভব করতে পারে; কিন্তু আমরা যারা গুনাহে অভ্যস্ত, তারা তা অনুধাবন করতে পারি না।

 গুনাহের অসংখ্য ক্ষতি রয়েছে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো অকৃতজ্ঞতা কারণ যে মহান অনুগ্রহকারী সত্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই মহানদাতা আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন অথচ আমরা তারই হুকুমের অবাধ্যতা করছি। এর থেকে বড় কৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে?
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۝

যারা গুনাহে জড়িত হয়েছে, তারা অতি সত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে।
(সূরা আনআম :আয়াত - ১২০)

*নিচে গুনাহের ক্ষতিসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. নানা প্রকার অশান্তি দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা দেখা দেয়। ফসল ও ফলফলাদির অপ্রতুলতা দেখা দেয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, দিন দিন বরকতহীনতা বেড়েই

২. কামাই-রুজি হ্রাস পায়। অর্থাৎ রিজিকের বরকত চলে যায়, আয়-রোজগারে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়।

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দার পাপের প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেন, তখন শিশুদের মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। এবং মহিলারা বন্ধ্যা হয়ে যায়।

৪. আল্লাহ তায়ালা শাসকদের অন্তরে প্রজাদের প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করে। ফলে তারা প্রজাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে।
৪. গুনাহগার ব্যক্তিরা মানুষের ব্যাপারেও আতঙ্কে থাকে। বিশেষ করে আল্লাহওয়ালাদের দেখলে তাদের কাছে বসতে চায় না। তাদের দেখলে অন্তরে ভয় জাগে। তাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকে। ফলে তারা আল্লাহওয়ালাদের বরকত থেকে মাহরুম হয়।

৫. গুনাহগার ব্যক্তিদের অধিকাংশ কাজে কঠিন সমস্যা দেখা দেয়।

৬. মনে অন্ধকার সৃষ্টি হয়, যার অশুভ প্রভাবে মানুষ বেদআত ও গোমরাহিতে এবং মূর্খতায় লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

৭. মনে ও দেহে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। মনের দুর্বলতা হলো নেক কাজ করার হিম্মত হ্রাস পেতে পেতে নেক কাজ করার ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে যায়। আর দেহ যেহেতু মনের অধীনে, তাই দেহও দুর্বল হয়ে যায়। এ কারণেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাফেররা সুস্থ ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের মোকাবেলায় টিকতে পারত না।

৮. নেক কাজের তাওফিক হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। আজ একটা নেক কাজ ছুটে যাবে, কাল আর একটা ছুটে যাবে। পরশু আরেকটা ছুটে যাবে। এভাবে একের পর এক সমস্ত নেক কাজ হাতছাড়া হতে থাকে।

৯.হায়াতের বরকত কমে যায়। জীবন সংকীর্ণ হয়ে আসে।

১০.এক গুনাহ অন্য গুনাহের কারণ হয়। যার ফলে গুনাহ করার অভ্যাস বাড়তে থাকে এবং গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

১১. তাওবা করার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে যায়। এমনকি তাওবা করার তাওফিকই হারিয়ে ফেলে এবং ওই অবস্থাতেই মৃত্যু এসে পড়ে।

১২. গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট অপদস্থ, লাঞ্ছিত, হীন ও জঘন্য হয়ে যায়। অধিকন্তু জনসমাজেও তার কোনো ইজ্জত-সম্মান থাকে না। যদিও মানুষ কোনো স্বার্থের কারণে অথবা ভয়ের কারণে বাহ্যত' তার সম্মান করে। কিন্তু মানুষের মনে তার কোনো মর্যাদা থাকে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে বেইজ্জত করেন, তাকে ইজ্জত দেওয়ার কেউ থাকে না।

১৩. গুনাহের অশুভ ক্রিয়া শুধু গুনাহগার ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্যান্য সৃষ্টির উপরও পৌঁছায়। যে কারণে জীব-জন্তুরা পর্যন্ত ওই গুনাহগার ব্যক্তির জন্য অভিশাপ দেয়, বদদোয়া করে।

১৪. গুনাহ করলে মানুষ বিবেকশূন্য হয়ে যায়। জ্ঞানবুদ্ধি হ্রাস পায়। সর্বোপরি গুনাহ করাই বুদ্ধিহীনতার প্রমাণ। কেননা তার যদি বুদ্ধি- জ্ঞান ঠিক থাকতো, তাহলে সে দুজাহানের মালিক মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি ও বিরুদ্ধাচরণ করত না। গুনাহের সামান্য স্বাদ ও প্রাপ্তির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের অফুরন্ত ও অনিঃশেষ প্রাপ্তি ও লাভ ধ্বংস করত না।

১৫. গুনাহগার ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিশাপপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু গুনাহগারের উপর লানত করেছেন। তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। তা ছাড়া, যারা চুরি করে,অকারণে ছবি তোলে, সমকামিতায় লিপ্ত হয়, সাহাবিদের গালমন্দ করে, তাদের উপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন। অভিশাপ দিয়েছেন।

১৬. গুনাহগার ব্যক্তি ফেরেশতাদের দোয়া থেকে মাহরুম ও বঞ্চিত থাকে। যেমন: পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, সকল মুমিন বান্দার মাগফিরাত ও ক্ষমার জন্য দোয়া করেন, যারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে চলে। সুতরাং যারা নেক আমলের মতো দৌলত ছেড়ে দেয়, তারা এই নেয়ামতের ভাগিদার কী করে হতে পারে!

১৭. গুনাহগার ব্যক্তি ইলমে দীন (ধর্মীয় জ্ঞান) থেকে
বঞ্চিত থাকে।

১৮. লজ্জা-শরম লোপ পায়। আর যখন কারো শরম-লজ্জা মোটেই থাকে না তখন সে বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছেতাই করতে থাকে।

১৯. আল্লাহ তায়ালার আজমত (বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব) অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। আর আল্লাহ তায়ালার আজমত যখন অন্তর থেকে বের হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালার নজরে ওই ব্যক্তির ইজ্জত থাকে না। অতঃপর ওই ব্যক্তি জনসমাজেও হীন ও ঘৃণিত হয়ে যায়।

২০. আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাকে বালা- মুসিবত ঘিরে ধরে। কোনো কোনো গুনাহগারকে যে খুব আরাম- আয়েশে দেখা যায়, তা আল্লাহর তরফ থেকে ছাড় মাত্র। এ ধরনের ব্যক্তি আরো বড় বিপদের সম্মুখীন। কেননা, যখন আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করবেন তখন দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি একসঙ্গে দেওয়া হবে।

২১. গুনাহ করার কারণে ইজ্জত ও সম্মানের আখ্যা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং অপদস্থতার হীন ও জঘন্য আখ্যা জোটে। যেমন: নেক কাজ করার কারণে নেককার, দীনদার, ফরমাবরদার, তাহাজ্জুদগুজার ইত্যাদি বলা হয়। আল্লাহ না-করুক, যদি সেই ব্যক্তি গুনাহের কাজ আরম্ভ করে, তা হলে তাকে ফাসেক, ফাজের, ব্যভিচারী, জালেম ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। নাউজুবিল্লাহ।

২২. গুনাহের কারণে সমস্ত শয়তান ওই ব্যক্তিকে ঘিরে ধরে সহজে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুনাহের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়।

২৩. অন্তরের প্রশান্তি দূর হয়ে যেতে থাকে। মনে সর্বদা আশংকা লেগে থাকে কেউ দেখে ফেলল কিনা, সম্মান খোয়া যায় কিনা, কেউ প্রতিশোধ নিতে আসে কিনা! ইত্যাদি। এতে জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যায়।

২৪. গুনাহ করতে করতে ওই গুনাহ মজ্জগত হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুর * সময় মুখ থেকে কালিমা বের হয় না। সারা জীবন যে পাপ কাজ করেছিল, তাই প্রকাশ পায়। উদাহরণত, এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় পয়সা ভিক্ষা চাইতে চাইতে মৃত্যুবরণ করে। মুখ থেকে কালিমা মেয় হয় না। আর এক গুনাহগারকে মৃত্যুর সময় কালিমা পড়াবার চেষ্টা করা হলে সে বলে যে, এটা মুখ থেকে বের হয় না, আমি কালিমা পড়তে পারি না, এই বলে সে মৃত্যুবরণ করে। নাউজুবিল্লাহ।

২৫. আল্লাহ তায়ালার রহমতের ব্যাপারে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়। এজন্য তাওবা করার তাওফিক হয় না। তাওবা ছাড়াই মৃত্যু হয়। এক ব্যক্তিকে কালিমার তালকিন করা হলে সে বলল, এই কালিমায় কী হবে! আমি তো কোনো সময় নামাজই পড়িনি। তার কালিমা পড়ার তাওফিক হলো না। এই অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করল। নাউজুবিল্লাহ।

২৬. গুনাহের কারণে অন্তরে দাগ পড়ে, তাওবা যা তাওবার দ্বারা দূর হয়ে যায়। না করলে কালো দাগ বাড়তেই থাকে, যে কারণে হক ও সত্য কবুল করার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

২৭. গুনাহ করার কারণে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ও আসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আখেরাতের প্রতি আতংক ও অনীহা সৃষ্টি হয়। এই কারণে ধ্বংসশীল দুনিয়ার কাজের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। আর আখেরাতের কাজে প্রতি অনীহা ও অনাগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
*গুনাহ করার কারণে আল্লাহ তায়ালার গজব ও রোষ নাজিল হয়
২৮. গুনাহ করার কারণে মনের দৃঢ়তা ও মজবুতি এবং দীনের পরিপক্কতা লোপ পেতে থাকে।
২৯. অনেক সময় ইবাদত ও নেক কাজের ফায়দা নষ্ট হয়ে যায়

৩০. নির্লজ্জ ও বেহায়াপূর্ণ কাজের কারণে মহামারি ও এমন নতুন নতুন ব্যাধি বিস্তার লাভ করে, যা পূর্বপুরুষের জামানায় ছিল না। যেমন: ক্যান্সার ও এইডস, যা চিকিৎসার অযোগ্য।

৩১. জাকাত না দেওয়ার কারণে অনাবৃষ্টি হতে থাকে। ৩৪. জাইক পক্ষপাতমূলক বিচার এবং অঙ্গীকারভঙ্গ করার কারণে শত্রুকে প্রবল করে তার দ্বারা নির্যাতন করা হয়।

৩২. মাপে কম দিলে বা হেরফের করলে, খাদ্যাভাব, অনটন ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। এবং শাসকদের জালিম বানিয়ে দেওয়া হয়।

৩৩. খেয়ানত করার কারণে দুশমনের প্রভাব ও ভীতি অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়। ফলে ভীরুতা সৃষ্টি হয়। সিংহ খেকশিয়ালে পরিণত হয়।

৩৪. দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুকে অপছন্দ করার কারণে ভীরুতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হয় এবং দুশমনের মন থেকে প্রভাব দূর করে দেওয়া হয়।

৩৫. গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয়। সে সব সময় আতঙ্কে থাকে (হায়াতুল মুসলিমিন)

৩৭. প্রশংসাকারী নিজেই নিন্দা করতে থাকে। কেননা, আল্লাহর নাফরমানির কারণে তার অন্তর থেকে মহব্বত ও আজমত দূর হয়ে যায়।

৩৮. বোখারি শরিফের এক হাদিসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নাহকভাবে কারো জমিন থেকে সামান্য জমিও অবৈধ ভোগদখলে নেয়, তাকে কেয়ামতের মাঠে সাতস্তরের জমিনের নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে।

৩৯. সবচেয়ে বড় লোকসান হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। গুনাহের অন্যকোন শাস্তি না হলেও শুধু এই চিন্তা করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

*মাইমুন বিন মিহরান বলেন, 'বিপদ-মুসিবতে সবর উত্তম, তবে গুনাহের ওপর সবর করা তার চেয়েও উত্তম।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সবধরনের গুনাহ ও গুনাহের ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন এবং পাপমুক্ত সুস্থ, সুন্দর ও নির্মল জীবন দান করুন। আমিন।

(বই: গুনাহ থেকে বাচুন)

টপিক —১৫ : বালা মুসিবত মানুষের হাতের কামাই

মানুষ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো স্রষ্টার দাসত্ব করা। জীবন পরিচালনার জন্য মানুষ যাই করুক না কেনো তা যদি আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী হয় তবে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে। ফলে পৃথিবীতে তারা সুখে শান্তিতে বাস করবে। কিন্তু মানুষ আজ আল্লাহ ও তার রাসূলের পথ ছেড়ে মনগড়া জীবনযাপন করছে। এমনকি আমরা যারা স্রষ্টাতে বিশ্বাস করি তারাও আজ নাফরমানিতে লিপ্ত। যার কারণে আমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আপতিত হচ্ছে অসংখ্য বিপদ। আমরা দেখতে পাই, আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা দুর্ঘটনা। সম্প্রতি
দেশের বিভিন্ন জায়গার ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। মূলত জলে স্থলে তথা সারা বিশে^ যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে তা মানুষের কৃত কর্মের কারণেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون.

"জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সুরা রূম: ৪১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল মাআনীতে বলা হয়েছে, "বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকান্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম হওয়া এবং ক্ষতি বেশি হওয়া ইত্যাদি বিপদাপদ বুঝানো হয়েছে।" (আল্লামা আলুসী, রূহুল মাআনী, খ.-২১, পৃ.-৬৩) আর বর্তমানে ঘটছেও তাই। সুতরাং আয়াত থেকে জানা যায়, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ হচ্ছে মানুষের গোনাহ ও কুকর্ম। তন্মধ্যে শিরক ও কুফর মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গোনাহ।
আমাদের বিপদাপদ যদিও পাপের কারণে হয়, কিন্তু দয়াময় আল্লাহ তাআলা আমাদের সব গুনাহের পরিণামে শাস্তি দেননা। পদে পদে আমরা যেভাবে গুনাহ করছি, আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের সব গুনাহের শাস্তি দিতেন তবে তো আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতেই পারতাম না। আল্লাহ তাআলা আমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং শাস্তি বাতিল করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

"তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। আর অনেক গুনাহ তিনি (আল্লাহ) ক্ষমা করে দেন।"

(সুরা শুরা ৩০)

প্রত্যেকটি গুনাহের কারণে যদি দুনিয়াতে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো, তা হলে তো সমগ্র পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا(

“ যদি কখনও তিনি লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন, তা হলে তো পৃথিবীতে কোনো প্রাণসত্তাকে জীবিত ছাড়তেন না। কিন্তু একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের সময় পুরা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেবেন।”[সুরা আল ফাতির:৪৫]

সুতরাং বুঝা গেল আমরা যে পরিমাণ গুনাহ করি আল্লাহ সে অনুযায়ী শাস্তি দেন না; বরং অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।
যদিও বিভিন্ন আয়াত দ্বারা বুঝা যায় বান্দার গুনাহের কারণেই বিপদ হয় তথাপিও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা বা অনুমতি ব্যতীত কিছুই হয় না। বান্দার কিছু বিপদ পূর্বে থেকেই নির্ধারিত যা আল্লাহ তাআলা বান্দার পরীক্ষার জন্য দিয়ে থাকেন। কখন, কিভাবে, কোথায় ও কী পরিমাণ শাস্তি হবে তা আগে থেকেই লিপিবদ্ধ। এরূপ বিশ্বাসের ফলে বিপদের কারণে বান্দার দুঃখবোধ হয়না। পক্ষান্তরে বিপদ থেকে মুক্তি পেলে অহংকার প্রকাশের কোনো অবকাশ থাকেনা।
গুনাহের কারনে যে সকল বালা মুসিবত আপতিত হয় তা কেবল গুনাহগারদেরই আক্রান্ত করে না, বরং সমগ্র সমাজ এতে আক্রান্ত হয়।
** আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب

" আর সেই ফিতনা থেকে দূরে থাকো, যার অনিষ্ট শুধুমাত্র তোমাদের গোনাহগারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। জেনে রাখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। "(সুরা আনফাল:২৫)
আমরা আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে অভাব-অনটন আর বিপদ-আপদ দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছেন, আমাদের ওপর
জালিমদের চাপিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই আয়াতের মাধ্যমে সতর্ক করছেন। এগুলোর একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকা। নিজেকে ইসলামের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হারামে লিপ্ত না হওয়া। আল্লাহ তাআলার নিকট গুনাহ থেকে ফিরে থাকার তৌফিক চেয়ে দোয়া করা।
রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

الدعاء هو العبادة

"দুআ হচ্ছে ইবাদাত।"[আবু দাউদ:১৪৭৪]

দুয়ার শক্তি অতুলনীয়। তাই আমাদের উচিৎ সবরের মাধ্যমে দুয়াকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা।
দুআ ওপরের দিকে উঠতে থাকে, বিপদ নিচের দিকে নামতে থাকে এবং মাঝপথে তারা একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ লড়াইয়ে বিজয় নির্ভর করে কে বেশি শক্তিশালী তার ওপর। ইখলাস ও কবুলিয়াতের আশা নিয়ে করা দুআ-বিপদের ওপর প্রবল হয়, বিজয় লাভ করে। তখন বিপদ আর সংঘটিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে অমনোযোগের সাথে, হতাশা নিয়ে করা দুআ- বিপদের চেয়ে দুর্বল হয়। তখন বিপদ দুআকে পরাজিত করে নিচে নেমে আসে। কখনও কখনও তারা সমানে সমান হয় আর কিয়ামাত পর্যন্ত একে অন্যের সাথে লড়তে থাকে।

তাই আল্লাহর বান্দারা যদি খাস নিয়তে আল্লাহর নিকট দুয়া করে,আল্লাহর হক আদায় করে আর শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এটি আল্লাহর ওয়াদা।

এসব সতর্কবার্তার ব্যাপারে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর নিকট তাওবা-ইসতিগফার করা উচিত। এমন কাজ পরিহার করা উচিত, যা আমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। আমাদের উচিত কল্যাণের কাজে অগ্রসর হওয়া, যাতে আমরা আমাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। দেরি হবার আগেই আমাদের উচিত আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

টপিক — ১৬ : বালা-মুসিবতে নিরাশ না হওয়া -

ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, কোনো বিপদ আসলে নিরাশ না হওয়া।

বিপদ- আপদ আসলেই আমরা এটা ভাববো না যে আল্লাহতালা শুধু আমাদের শাস্তি দেয়ার জন্যই বিপদ আপদ দিয়ে থাকেন। এটা কখনোই না। বরং

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন কারনে আমাদের উপর বিপদ -আপদ দিয়ে থাকেন। যেমন বিপদ কখনো পরীক্ষা স্বরূপ, কখনো নেয়ামত স্বরূপ, কখনো গুনাহ মাফের মাধ্যমে কখনো বা আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করার মাধ্যম হয়ে থাকে। অতএব বিপদ-আপদে পতিত হলে আমরা নিরাশ হয়ে

আল্লাহ তায়ালার প্রতি নেতিবাচক ধারণা না করে ইতিবাচক ধারণা রাখবো।

##আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور* ٍ

" পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ। (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনঃক্ষুণ্ণ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন, সেজন্য গর্বিত না হও। যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে। নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা করতে উৎসাহ দেয়, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। এরপরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তা হলে আল্লাহ তায়ালা অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত।"
(সূরা হাদিদ:২২-২৪)

বিপদ -আপদ পরীক্ষাস্বরূপ :

জীবনে দুঃখ আসবে। তাই সেই দুঃখের মাঝে ঘাবড়ানো যাবে না। ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ-র প্রতি আস্থা রাখতে হবে এই বলে যে এগুলো হচ্ছে আল্লাহ-র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন দুঃখ ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين.َ

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয়,
ক্ষুধা ও জান এবং মালকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণকারীদের। "
(সুরা বাকারা: ১৫৫।)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন -
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? "
(সুরা আনকাবুত:২)
প্রকৃতপক্ষে কে ঈমানদার কে মুনাফেক, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা জেনে নেয়া হবে।
মুনাফেক ও দুর্বল ঈমানদারেরা অনেক সময়
সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় আল্লাহকে মনে রাখে, তাঁর প্রতি অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু, যখন কোনো বিপদ-আপদ আসে তখন আল্লাহকে ভুলে যায়, কুফুরী করে বা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আবার অনেক সময় এর বিপরীতও হয়।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন —
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَا دُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيم

"জেনে রেখ, তোমাদের ধন-সম্পদ আর সন্তান- সন্তুতি হচ্ছে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। (এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য -আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। "তাইসিরুল
[সূরা আল আনফাল, ২৮]

##দুনিয়াতেই পাপের সামান্য শাস্তি স্বরূপ:-

মহান আল্লাহ বলেন —
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون

"(আখিরাতের বড় শাস্তির পূর্বে আমরা দুনিয়াতে তাদেরকে ছোট ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।" -[আস-সাজদাহ: ২১]

*রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,
মুসলিম নর-নারীর ওপর ক্রমাগত বিপদ আসতেই থাকে, যতক্ষণ-না তারা সম্পূর্ণ গুনাহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। "বুখারি শরিফ

*রাসূলুল্লাহ সা.আরও বলেন,

ما يُصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه

মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে-সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা,দুচিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। (বুখারি:২১৩৭)

পরকালের অসহ্য কঠিন শাস্তির তুলনায় দুনিয়াবি কষ্ট-যন্ত্রণাগুলো তো কিছুই না। দুনিয়াবি কষ্টগুলো মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পরকালের শাস্তিগুলো চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় আমাদের বেশিরভাগ পাপগুলো দুনিয়াতেই ক্ষমা করে দেন। যেন আখিরাতে আমাদের শাস্তি কিছুটা লাঘব হয়।

##**নিয়ামত স্বরূপ:**

কোনো মুসলিম যখন বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর নিকট নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, তখন সেই বিপদ তার জন্যে নেকির এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কারণ হয়। আর যদি সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, অধৈর্য হয়ে যায়, তখন তা তার জন্য আল্লাহর গজব এবং শাস্তি নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ বলেন,

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله - تعالى- إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط

'বিপদ যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে ভালোবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান; আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান।' (আলবানি, আস-সহীহাহ: ১৪৬)

বিপদ কি নিয়ামাত নাকি শাস্তি এটি নির্ভর করে আল্লাহর বান্দার আমলের ওপর। যদি সে বিপদকে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের একটি সুযোগ হিসেবে নেয় এবং সে সুযোগ কাজে লাগায়, তা হলে বিপদ তার জন্যে নিয়ামাত। নতুবা, বিপদ তার জন্যে শাস্তি। কষ্ট-যাতনা সত্ত্বেও বিপদ-আপদ মুমিনদের জন্য কিছু উপকার নিয়ে আসে। কষ্ট-যাতনাকে সহজভাবে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে একজন মুসলমান ধৈর্য ও সহনশীলতার মহৎ গুণ অর্জন করতে পারে।

• কষ্ট মুমিনদেরকে ধৈর্যশীল হতে শেখায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের অজস্র পুরস্কার দান করেন।

• দুঃখ-দুর্দশা গুনাহগার মুসলিমদেরকে জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়—মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে যে-কোনো সময় মারা যেতে পারে। আল্লাহর নাফরমানি করতে করতে মারা গেলে তাকে যে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, সেই বোধোদয় ঘটে তার।

• যখন কেউ আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়, সে কারও উপদেশকে তেমন পাত্তা দেয় না। কিন্তু বিপদের সময় তার আল্লাহকে মনে পড়ে, পরকালের ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ হয়।

**রাসুলুল্লাহ সা. বলেন -
هذه معاتبة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة وانقطاع شعه، حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير

'হে আয়েশা, আল্লাহ তায়ালা যে বিভিন্নভাবে বান্দাকে সাজা দেন, সে কথাই আয়াতে বলা হয়েছে। জ্বর, মুসিবত, কাঁটা বিদ্ধ হওয়া, জুতার ফিতা ছিড়ে যাওয়া, এমনকি জামার হাতায় রাখা কোনো জিনিস হারিয়ে যখন সে অস্থির হয়ে পড়ে, পরে আবার বগলের পকেটে খুঁজে পায়, এতে যে কষ্ট হয় (এর বিনিময়েও তার গুনাহ মাফ করা হয়)। এভাবে মাফ হতে হতে মুমিন গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়, যেমনিভাবে কামারের চুল্লি থেকে লাল (পরিশোধিত) স্বর্ণ বেরিয়ে আসে। (সুনানে তিরমিজি :২৯৯১)

পূর্ববর্তী কোনো আসমানি কিতাবে আছে, 'আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে বালা-মুসিবত দান করেন তার কারণ হলো, তিনি এটি দেখতে ভালবাসেন যে, বান্দা কীভাবে তার কাছে কাকুতি-মিনতি করে।"

** হজরত আনাস বিন মালেক রা.বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাঃ একটি গাছ ধরে নাড়া দিলেন অনেকগুলো পাতা ঝরে পড়ল। তারপর তিনি বললেন:

المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة

'বালা-মুসিবত ও দুঃখ-যন্ত্রণা আমার উম্মতের গুনাহ মুছে দিতে গাছটির পাতা ঝরানোর চেয়েও দ্রুত কার্যকর।
(শুআবুল ইমান, বাইহাকি। ৯৮৬৪)

*রাসুল সা. আরও বলেন:
مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْه
'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে মুসিবতে ফেলেন। '
(সহিহুল বুখারি: ৫৬৪৫)
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, তাঁর অফুরন্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য।
*জনৈক সালাফ বলেন, 'যদি বালা-মুসিবত না থাকত, কেয়ামতের দিন আমরা সবাই ফকির-মিসকিন হয়ে উঠতাম।
(আবুল ইমান, বাইহাকি: ৯৯৯৩)

বিপদ- মুসিবতে সবরকারীরা আল্লাহর সাহচর্যধন্য ও সফলকাম। কোরআনে এসেছে:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين َ
'নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন। '
(সুরা আনফাল:৪৬)
আবু আলি বলেন, 'সবরকারীরা উভয় জাহানে সফলকাম হবে। কেননা, তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে।'
ধৈর্যধারণ করা হলো নিরাশ না হওয়ার ঔষধ।
ধৈর্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাতিকে জ্বালিয়ে দেয়। । আর যে নিরাশ হয় না, আল্লাহ কখনো তার আশাকে অপরিপূর্ণ রাখেন না। অবশ্যই আল্লাহ দুখের পরে সুখ দান করবেন। কাজেই বিপদ-মুসিবতে নিরাশ হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

টপিক —১৭: বিপদ -মুসিবত উত্তরণে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নীতি ও কৌশল

উত্থান-পতন, বিপদ-মুসিবত মানব জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। এ ক্ষেত্রে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর দেখানো নীতি ও আদর্শই মুমিন জীবনের পথ ও পাথেয়। দিশেহারা, হতাশাগ্রস্ত বর্তমান মুসলিম উম্মাহর একমাত্র মুক্তির উপায় ও অবলম্বন।

আল্লাহ বলেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ"

"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। যারা তাদের উপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৬)।

সাফল্য ও বিজয় তাদের জন্য যারা, যারা বিপদ-মুসিবতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সর্বকালের, সর্বযুগের সকল মানুষই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। এমনকি প্রথম মানব ও প্রথম নবী আদম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীরাও পার্থিব জীবনে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়।

##বিপদ মুসিবত উত্তরণে রাসূল সা.-এর নীতি ও আদর্শ —

রাসূল সা. প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত শুরু করার পর নবুওয়াতি জীবনে শুরু হয় বিপদ- মুসিবত, চরম অনিশ্চয়তা ও দুঃখ-দুর্দশা। হিজরতের আগে ও পরে তাঁর উপর আপতিত এরূপ অসংখ্য বিপদ-মুসবিতের কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

>.রাসূল সা.-এর চলার পথে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয়া ছাড়াও কটূক্তি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া হতো।

> কাফের প্রতিবেশী নেতারা ও তাদের সঙ্গীরা রাসূল সা.-এর উপর নামাজরত অবস্থায় উটের নাড়ি-ভুঁড়ি ও মল-মূত্র নিক্ষেপ করত, রান্নাবান্না অবস্থায় পাতিলে আবর্জনাদি নিক্ষেপ করত।

>মক্কার কাফেররা রাসূল সা.-এর উপর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বিরোধিতার সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাঁকে এবং বনু হাশিমের যারা তাঁকে সমর্থন করে সকলকে বহিষ্কার এবং বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আবু তালিব এবং তার পরিবারবর্গ (মহানবী সা.সহ) শিয়াবে আবু তালিব নামে (আবু তালিবের উপত্যকায়) পরিচিত মক্কার নির্জন উপত্যকায় তিন বছর পর্যন্ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে বাধ্য হন। এ সময় ক্ষুধার তাড়নায় আদরের শিশু-সন্তান ও মহিলাগণের হৃদয়বিদারক কান্না এতটাই প্রকট ছিল তা গিরি পর্বতের বাইরে থেকে শোনা যেতো।

তায়েফের ময়দানে কাফের-মুশরিকরা দুষ্ট ছেলেদেরকে রাসূলের উপর লেলিয়ে দিলো। পথের দু'পাশে ভিড় করে তারা হাততালি দিলো, অশ্রাব্য-অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিলো ও পাথর ছুড়ে আঘাত করার ফলে তার পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে এবং জুতার ভিতরে রক্ত জমে পা আটকে গেল।

>মদিনায় হিজরতের পরেও রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর বিপদ-মুসিবত চলতেই থাকে।

বদর, ওহুদ, আহযাব, হুদাইবিয়া, হুনাইন, খায়বর, তাবুক, বানু মুস্তালিক, মুতা, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছাড়াও হামরাউল আসাদ, বানু কুরাইযা, বানু কাইনুকা, বানু নাযির অভিযান, রাযী, বীরে মাউনার ঘটনা ছাড়াও এরূপ অসংখ্য বিপদ মুসিবত উত্তরণে রাসূল সা. যে সকল নীতি বা আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন নিম্নে সংক্ষেপে সেটা তুলে ধরা হলো:

>সবর বা ধৈর্য ধারণ করা —

মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো সবর বা ধৈর্য। আল- কুরআনে আল্লাহ ধৈর্যকে সাফল্যের নিয়ামকরূপে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন,

"ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

বিপদে মুসিবতে রাসূল সা. সব সময় ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল। তিনি মক্কায় শিয়াবে আবু তালিবে বন্দী থেকেছেন, তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছেন, ওহুদে দাঁত হারিয়েছেন, মদিনায় বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুদাইবিয়া ছাড়াও সমগ্র নবুওয়াতি জীবনের সকল বিপদ মুসিবতে দেখিয়েছেন

ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা। আম্মার রা. ও তার পিতা ইয়াসির রা. এবং মাতা সুমাইয়্যা রা.-এর উপর ইসলাম গ্রহণের কারণে নেমে আসে বিপদ-মুসিবতের খড়্গহস্ত। আবু জেহেল আম্মার রা.-কে উত্তপ্ত কঙ্কর ও বালুতে শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত।

রাসূল সা. একদিন আম্মার রা.-এর শাস্তি দেখে বলেন,

صبرًا آل يَاسِرِ، مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّة ُ

"হে ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের স্থান জান্নাতে।"

বিপদে মুসিবতে শরিয়াতের সীমার মধ্যে থেকে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চোখে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক। রাসূল সা.-এর চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র সন্তান ছিলেন। ফাতিমা রা. বাদে বাকি সব সন্তান রাসূল সা.-এর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন।

পুত্র ইবরাহিম যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সা. কান্নাকাটি করেন। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় হয় ব্যথিত। কিন্তু, আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহিম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত।

#বিপদে মুসিবতের অবস্থায় নামাজ আদায় করা- কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে বিপদে-মুসিবতে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة ِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও।"

প্রখ্যাত সাহাবা হুযাইফা রা. বলেন,

كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى

রাসুলুল্লাহ সা. যখন কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন নামাজ পড়তেন।"

বদর যুদ্ধের পূর্বের দিন রাসূল সা. একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সকাল পর্যন্ত সারারাত নামাজ পড়েছেন আর কেঁদেছেন।

#আল্লাহর কাছে দোয়া করা-

"বিপদে বন্ধুর পরিচয়"

এ প্রসিদ্ধ উক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় সকল

মানুষের বিপদের সময়। আল্লাহর হাবিব রাসূলুল্লাহ

সা. বিপদে মুসিবতে তার বন্ধু আল্লাহর কাছে ধরনা

দিয়েছেন; তার কাছে দোয়া করেছেন।

তায়েফের বিপদ-মুসিবতের সময়ে রাসূল সা. দোয়া করলেন -

اللهمَ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي ؟ أَمْ إِلَى عَدُوٌّ مَلَكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي

হে প্রভু, তোমার নিকট আমার দুর্বলতা, অপারগতা এবং মানুষের নিকট আমার কদর না হওয়ার অভিযোগ করছি। হে দয়াময়! তুমি দুর্বলদের প্রভু, আমারও প্রভু। তুমি আমাকে কার নিকট ন্যস্ত করছো? এমন কোন অনাত্মীয়ের নিকট যে রূঢ় আচরণ করে, কিংবা এমন শত্রুর নিকট যাকে তুমি আমার মালিক করে দিয়েছো? যদি তুমি আমার উপর রাগান্বিত না হও তবে কোনো পরওয়া নেই...।"

আঙ্গুর বাগানে বসে রাসূল সা. এই দুয়া করলেন। এই দোয়া 'দুর্বলদের দোয়া' হিসাবে প্রসিদ্ধ।
কুনুতে নাজেলা পাঠ ব্যাপক বিপদ মুসিবতে কিংবা
জুলুম-নির্যাতনের সময় রাসূলুল্লাহ সা. কুনুতে
নাজেলা পাঠ করতেন। বীরে মাউনার ঘটনার পর
রাসূলুল্লাহ সা. এক মাস পর্যন্ত কুনুতে নাজেলা
পড়েছেন। এছাড়া কুরাইশদের কাছে একদল
মুসলমান বন্দি হলে তাদের মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত
তিনি কুনুতে নাজেলা পড়েছেন। কুনুতে নাজেলার নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই। কুরআন হাদিস থেকে প্রাসঙ্গিক যেকোনো দোয়া পড়া যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. একেক পরিস্থিতিতে একেক রকম দোয়া পড়েছেন। নিম্নে ইমাম বায়হাকির আস- সুনানে বর্ণিত একটি দোয়া দেয়া হলো:
اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنَا فِيمَن تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِك لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوكَ وَعَدُوِّهِمْ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَلَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَخْشَى عَذَابَكَ الْجَدَّ ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَق

>আল্লাহর উপর ভরসা করা —

রাসূলুল্লাহ সা. বিপদে মুসিবতে সব সময় আল্লাহর উপরই ভরসা করেছেন। তার সমগ্র জীবনই এটার প্রমাণ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর পরই যখন কাফেররা ইসলাম ও মুসলমানদের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয়বার মদিনা আক্রমণ করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করে আর লোকজন এসে রাসূল সা.কে এ বিষয়ে খবর দিয়ে বলে, তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনার পর তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করলেন এবং বললেন,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদের জন্য উত্তম অভিভাবক।"

উল্লেখ্য যে, এ অভিযানটি হামরাউল আসাদ অভিযান নামে পরিচিত।

>অন্তরকে স্থির রাখা ও বিচলিত না হওয়া— রাসূলুল্লাহ সা.কে কাফেররা অত্যাচার নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি; সর্বশেষ তারা রাসুলকে হত্যার পরিকল্পনা করলে আল্লাহ তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেন। এ সময় কাফেররা যখন সওর পর্বতে তাঁকে ও তাঁর সাথী আবু বকরকে (রা:) ধরে ফেলার উপক্রম হয়, তখন তিনি স্থিরচিত্তে সঙ্গী আবু বকর রা.কে বলেন,
لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
“চিন্তা করো না, (আমরা শুধু দুইজন নই) আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

>দুনিয়াবি উপায় উপকরণ দিয়ে সাধ্যানুযায়ী সকল প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা বা রাখা —

আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

"আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, আর তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন।"
রাসূল সা.-এর যুদ্ধ কৌশলগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তিনি সবসময় দুনিয়াবি সকল প্রস্তুতি নিয়েই আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের সম্মিলিত আক্রমণের খবর পেয়ে রাসল সা. নেতৃত্বস্থানীয় সাহাবাগণকে নিয়ে পরামর্শ সভা আহবান করেন। এ সভায় উপস্থিত সালমান ফারসি রা.-এর পরামর্শক্রমে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহতের জন্য পরিখা খননের প্রস্তাবও তিনি গ্রহণ করেন। এমনকি খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের পরিখা খনন কাজে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর পবিত্র পেটে মাটি লেগে ঢেকে গিয়েছিল। আর সে সময় তিনি বলছিলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি আমাদেরকে হিদায়েত না করলে আমরা হিদায়েতপ্রাপ্ত হতাম না, আর দান-খয়রাতও করতাম না এবং নামাজও পড়তাম না। তাই হে আল্লাহ! আমাদের উপর শান্তি নাজিল করো। শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময় দৃঢ়পদ রাখো। নিশ্চয় শত্রুরা বিনা কারণে আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। যখন তারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টির সঙ্কল্প করেছে তখনই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করে ব্যর্থ করে দিয়েছি।

>হা-হুতাশ না করা –

রাসূল সা. বিপদ-মুসিবতে কখনো হা হুতাশ করতেন না। তিনি বলেছেন, যদি তোমাকে কোনো বিপদ-মুসিবত পেয়ে বসে, তখন বলবে না, যদি আমি এটা করতাম তা হলে এমন হতো। বরং তুমি বলবে, যা হয়েছে আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়েছে। তিনি যা চেয়েছেন করেছেন। কেননা 'যদি, শব্দটি শয়তানের কাজকে উন্মুক্ত করে দেয়।

>সমাধানের জন্য তাড়াহুড়া না করা –

মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি হলো তাড়াহুড়াপ্রবণ। আর বিপদ মুসিবতের সময় এটা আরো বৃদ্ধি পায়। রাসূল সা. নিজে কখনোই এরূপ করেননি, এমনকি তিনি তার অনুসারীদেরকেও এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। খাব্বাব ইবনুল আরত রা. বর্ণনা করেছেন- যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সা. কাবাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যে সকল মুমিন দল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশি অত্যাচার নিপীড়নের স্বীকার হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। কারো অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনি দিয়ে আচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমনকি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করছো।"

>বিপদ-মুসিবত থেকে শিক্ষা নেয়া–

ব্যর্থতাই সফলতার চাবিকাঠি। সূরা হাশরে দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ ইয়াহুদি গোত্র বনু নাযিরের ঘটনা বর্ণনাপূর্বক বলেছেন,

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"
রাসূল সা. বলেছেন,

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

"মুমিন কখনো এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।"

ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর মহান আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের **১২১** থেকে **১৬৯** নম্বর আয়াতের মধ্যে এ যুদ্ধের শিক্ষা মুমিনদের জন্য বর্ণনা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর সকল বিপদে মুসিবতে ভেঙে না পড়ে বরং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ধৈর্য ও ঈমানের সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরবর্তী জীবন পরিচালনা করেছেন।

>বেশি বেশি ইস্তিগফার পাঠ ও ক্ষমা চাওয়া –

বিপদে মুসিবতে বেশি বেশি ইস্তিগফার পাঠ করা সকল নবী-রাসূলের সুন্নাত। আল্লাহ বলেছেন,

وما كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে; অথচ তিনি তাদের শাস্তি দিবেন।"

*রাসূল সা. বলেছেন,

مَنْ لَزِمَ الإِسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا

“যে ব্যক্তি সবসময় ইস্তিগফার পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ, প্রতিটি সঙ্কট থেকে উদ্ধারের পথ বের করে দেবেন।”

ওহুদ যুদ্ধে আহত হওয়ার পর রাসূল সা. দোয়া করলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"হে রব!আমার কওমকে ক্ষমা করুন, কেননা তারা বুঝে না।"

>দোয়া দরুদ পাঠ ও কুরআন তেলাওয়াত করা–

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

أَلَا بِذِكرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

জেনে রেখ আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়।" রাসূলুল্লাহ সা.-এর হিজরতের সময় কাফেরদের ঘোষিত একশত উট পুরস্কার পাওয়ার আশায় সুরাকা ইবন মালেক যখন তাঁকে ধরার জন্য নিকটবর্তী হলো, তখনও রাসূলুল্লাহ সা. স্থির মনে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এ সম্পর্কে সুরাকা নিজেই বলেন, "আমি ভাগ্য নিরূপণের তীরগুলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। শেষ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর এতটা নিকটবর্তী হলাম যে, আমি তার কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। তিনি ফিরে তাকাচ্ছিলেন না; কিন্তু আবু বকর রা. বারবার তাকিয়ে দেখছিলেন।"

উম্মু সালামা রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর খিদমতে পৌঁছে অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ জানালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। শোকে বিহ্বল উম্মু সালামা রা.কে তিনি ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলেন ও পড়তে বললেন,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য আর তারই নিকট আমরা ফিরে যাবো।"
সেই সাথে তিনি তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়ার জন্য শিক্ষা দিলেন,

اللهم أجرني ! فِي مُصِيبَتِي، وَأُخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا

"হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসিবতের সওয়াব দান করো এবং এর বিনিময়ে আমাকে এর চেয়েও উত্তম বস্তু দান কর।"
ইবন আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কঠিন বিপদ মুসিবতের সময় এ দোয়াটি পড়তেন,

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ ا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আসমান-জমিনের রব এবং মহান আরশের মালিক।"

>**হতাশ না হওয়া –**

আল্লাহ বলেছেন, -

وَلَا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"নিরাশ হয়ো না এবং হতাশ হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" একবার আয়েশা রা. রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, উহুদের চেয়ে আর কোনো কঠিন দিন আপনার জীবনে এসেছে কি-না? জবাবে তিনি তায়েফের কষ্টের কথা বললেন। অথচ পর্বতের ফেরেশতারা তায়েফবাসীকে দুই পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারতে চাইলে রাসূল সা. অনুমতি দেননি। বরং তিনি বলেন, আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের থেকে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে। অন্য কাউকে তাঁর অংশীদার ভাববে না। তায়েফবাসীদের জন্য ফেরেশতাদের প্রস্তাব ফেরত দিয়ে রাসূল সা. ক্ষমা, মহত্ত্ব ও উদারতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

রাসূল সা.কে বিষমিশ্রিত তরবারি দিয়ে হত্যার জন্য আগন্তুক উমায়ের মসজিদে নববীতে ধরা খাওয়ার পর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার সাথে সাথে কুরআনও শিক্ষা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে তাঁর আদর্শে মক্কার বহুসংখ্যক নারী-পুরুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসে।

>**আশাবাদী হওয়া —**

'ইতিবাচক হও' একথারই অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে রাসূলুল্লাহ সা.- এর জীবনে। বিপদে-মুসিবতেও তিনি ইতিবাচক ভাবনা ভাবতেন। যখন তিনি তায়েফবাসীকে দাওয়াত দেন, তাদের অধিকাংশ উত্তর দিল "তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও।" তায়েফবাসীর এরূপ প্রত্যাখ্যানে রাসূল সা. মক্কায় ফিরে তায়েফের দুঃখ-কষ্ট ভুলে ইসলামের তাবলিগ মজবুতভাবে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। ফেরার পথে যায়েদ বিন হারিছা রা. রাসূল সা.- কে বললেন, যে মক্কাবাসীগণ আপনাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে সে মক্কায় আপনি কিভাবে ফিরে যাবেন? রাসূল সা. উত্তরে বললেন, হে যায়েদ, "আল্লাহ তাঁর মনোনীত নবীকে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সাহায্য ও বিজয়ী করবেন।"

>**আদর্শের উপর অবিচলতা ও দৃঢ়তা—**

রাসূল সা.কে তাঁর মিশন থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য কুরাইশরা তাঁর চাচা আবু তালিবকে বললো, তিনি যেন ভাতিজাকে এই প্রচারকাজ থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু একথায় কোনো ফল না পেয়ে পুনরায় তারা আবু তালিবকে বললো, "হে আবু তালিব! আপনার ভাতিজাকে এই জাতীয় কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখুন। নতুবা তাঁর উপর থেকে আপনার সমর্থন উঠিয়ে নিন।" আবু তালিব ভাতিজাকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার কথা জানালেন, রাসূল সা. উত্তর দিলেন,

يَا عَمِّ، وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأمرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ، أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ، مَا تَرَكْتُه ُ

"হে আমার চাচা! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় আর আমাকে এ কাজ পরিত্যাগ করতে বলে তাহলে আমি ততক্ষণ ক্ষান্ত হবো না যতক্ষণ না এ দ্বীন বিজয় লাভ করবে অথবা দ্বীনের বিজয়ের জন্য আমি ও আমার জীবন উৎসর্গ হবে।"

বিপদ-মুসিবতের উপকারিতা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত লাভের মাধ্যম। বিপদে-মুসিবতে যারা

ধৈর্য ধারণ করে, তাদের সম্পর্কে আল-কুরআনে
আল্লাহ বলেছেন, "এরাই তারা, যাদের প্রতি
তাদের রবের কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং
রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে
পরিচালিত।”

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে কেউ বিপদ মুসিবতে পড়ে '(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) বলবে এবং বলবে, "হে আল্লাহ আমাকে এ মুসিবত থেকে উদ্ধার করুন এবং এর থেকে উত্তম বস্তু ফিরিয়ে দিন" আল্লাহ অবশ্যই তাকে উত্তম কিছু ফিরিয়ে দিবেন। এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়। আগুনে পোড়ালে যেমন সোনা খাঁটি হয়, ঠিক তেমনি মুমিন ব্যক্তির ঈমান বিপদ মুসিবতের মাধ্যমে আরো মজবুত হয়। দ্বীনের পথে আত্মিক ও মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। গোনাহ মাফ হয় ও পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য আল্লাহর যত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তিই কেবল নিছক মৌখিক ঈমানের দাবির মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের পথে বিপদে মুসিবতে রাসূলুল্লাহ সা. প্রদর্শিত নীতি ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নেয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন!

টপিক — ১৮: সবরের সুফল

আল্লাহ তাআলা তার বান্দার প্রতি অনেক বেশি স্নেহশীল এবং পরম দয়ালু। তিনি অনেক সময় ধৈর্য ধারণ করার বেশ কিছু উপকরণ এবং মাধ্যম তার বান্দার জন্য তৈরি করে রাখেন। যে ব্যক্তি সেগুলো ধারণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধৈর্যশীল এবং প্রশান্তচিত্তের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। আর যেই বান্দা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করে বালা মুসিবতে সবর করে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য নেয়ামত, পুরস্কার, প্রতিদান ইত্যাদি রয়েছে।

ধৈর্য হলো সফলতা বা সওয়াব পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। ধৈর্যের ফলাফল `অগণিত। ধৈর্যধারণের উপকারও অনেক। সবরের মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথে দিশা পায়।
এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন —
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

"ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। যখন তারা কোনো বিপদে পতিত হয় তখন সে বলে, আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই কাছে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। এরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)

সবর মানবজীবনে অনেক সুফল বয়ে আনে।
বলা যায়,মুমিনের জন্য দুনিয়ার সব ভালো কেবল ধৈর্যধারণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।
*যেমন কবি সবরকারীর উদ্দেশ্যে দরদমাখা কণ্ঠে আবৃত্তি করেন-
"দুঃখ-কষ্ট সহজ মনে করবে; হবে না অধৈর্য,
কামনা-বাসনা হবেই পূরণ; করলেই হায় ধৈর্য।"

#হযরত ইউসুফ বিপদে পড়ে কিভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন। আর তার এ ধৈর্যধারণের ফলেই তিনি বাদশাহর নিকটভাজন হতে পেরেছিলেন।

*কবি অনেক সুন্দর করে আবৃত্তি করেছেন-

"প্রিয় নবি ইউসুফের
ধৈর্যধারণে নেই কি তোমার নমুনা?

অপবাদ সয়েছেন, জেলেও থেকেছেন-
নেই যার তুলনা।
অন্যায় না করেও জেলে খেটেছেন ধৈর্যশীল হয়ে, সেই ধৈর্যই দান করেছে তাকে দুনিয়ার বাদশাহ লয়ে। " (তারিখে বাগদাদ: ১৩/৪৭৯)

ইমাম গাযালি(র :)বলেন-

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের হাজারো গুণে গুণান্বিত করেছেন, কুরআনুল কারিমে সত্তর স্থানের চেয়েও বেশী স্থানে নিপতিত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেছেন ও ধৈর্যের প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জন্য সফলতা নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ইমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো এবং কাফেরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। " (সূরা আল ইমরান :২০০)

উপরোক্ত আয়াতে সফলতার টিকিট হিসাবে ধৈর্যকে সম্পৃক্ত করেছেন। যদি কেউ ধৈর্যধারণ করতে পারে তাহলে সব ধরনের সফলতা তাকে ধরা দিবে।

#নেক আমলকারী ও ধৈর্যশীল হলে তার জন্য ক্ষমা রয়েছে এবং আল্লাহ-র কাছে ধৈর্যের বিনিময়ে অনেক সওয়াব পাবে। ধৈর্যশীলরা কখনোই অপদস্থ ও লাঞ্চিত হবেন না। তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

"কসম যুগের! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়-যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে আদেশ করে সত্যের ও ধৈর্যধারণের।"
(সূরা আসর:১-৩)

#রাসুলুল্লাহ (সা:)এক মহিলাকে দুঃখের ওপর ধৈর্যধারণের কারণে জান্নাতের সু- সংবাদ দিয়েছেন।

আতা ইবনু আবি রাবাহ (র:)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রা:) একবার আমাকে বলেন-'হে আতা! আমি তোমাকে জান্নাতি নারি দেখাবো না?' আমি বললাম 'জ্বী, হ্যাঁ।' তখন তিনি বলতে লাগলেন এই কালো মহিলা একদা নবি করিম-এর দরবারে এসে বললেন-"হে আল্লাহর রাসুল। আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত; কখনো এই রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়। দয়া করে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে আমার এ রোগ ভাল হয়ে যায়।"

উত্তরে নবি বলেন-

'তুমি যদি চাও ধৈর্যধারণ করে এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করতে পার। আর যদি তোমার সুস্থতার জন্য দোয়া করতে বলো, তাও পারবো।' তখন উত্তরে মহিলা বললো-হে রাসুল! আমি ধৈর্যধারণ করবো। কিন্তু সাথে এ আবেদন করছি যে, এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, আপনি আমার জন্য দো'আ করবেন যেন সতর খুলে না যায়। তখন রাসুল (সা:)তার জন্য দোয়া করলেন।
(সহিহ বুখারি : ৫৬৫২,সহিহ মুসলিম :২৮২৩)

#ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহতালা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পবিত্র কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন -

بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.

"অবশ্য তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং বিরত থাকো আর কাফেররা যদি তোমাদের উপর চড়াও হয় তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।" (সুরা আল ইমরান :১২৫)

*আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি যা অপছন্দ করো তাতে ধৈর্যধারণের বেলায় তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। আর জেনে রাখো, রবের সাহায্য কেবল ধৈর্যধারণকারীদের সাথেই। (মুসনাদে আহমাদ :২৮০০)
>>সবরের মাধ্যমে বিজয় লাভ হয়

**ইমাম শাফেঈ বলেন, ধৈর্য হলো স্থিরতা আর এর ফলাফল হলো বিজয়। (তারিখে দিমাশক: ৫১/৪০৮)

আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে ফেরআউনের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন একমাত্র ধৈর্যের কারণে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

"আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে আমি এ ভূ- খন্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যেখানে আমার বরকত সন্নিহিত রয়েছে। আর বনি ইসরাইলের উপর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ। একমাত্র তাদের ধৈর্যধারণের কারণে। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সব কিছু যা তৈরী করেছিলো ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করে দিয়েছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছে। "
(সুরা আল আ'রাফ: ১৩৭)

>>ধৈর্যই মানুষকে এই জগত সংসারে সম্মানী বানিয়ে দেয়, ধৈর্যশীল কখনো কারো সামনে নিজের মাথা নত করে না। ধৈর্যের ফলে সে অন্য কারো জিনিষের প্রতি লোভী হয় না বরং নিজের যা থাকে তার উপরই তুষ্ট হয় এবং ধৈর্যধারণ করে।
ধৈর্যধারণ জগতে সম্মানিত হওয়ার এবং দ্বীনের নেতৃত্বে অর্জনের পথ সুগম করে। যেমন -

* আহমদ বিন মুসা গাকাফি (র:) বলেন:

نبئت خولة أمس قد جزعت * من أن تنوب نوائب الدهر
لا تجرعي يا خول واصطبر * إن الكرام بنوا علي الصبر

'খবর পেয়েছি, খাওলা বেশ অস্থির ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে-কালের দুর্বিপাক চেপে বসেছে তার বুকে। অস্থির হয়ো না, হে খাওলা, সবরে অভ্যস্ত হও। মহৎ লোকদের ভিত্তিই তো সবরের ওপর দাঁড়িয়ে।'

*ইবনু তাইমিয়্যা (র:)বলেন, ধৈর্য ও ইয়াকিনের মাধ্যমে দ্বীনের সর্দার হওয়া যায়।(মাজমুআতুল ফাতাওয়া: ৩/৩৫৮)

#আল্লাহ ধৈর্যশীলদের দ্বীনের নেতা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون.

"তারা ধৈর্যধারণ করতো বিধায় আমি তাদের মধ্যে থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করতো। তারা আমার আয়াত সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো।" (সুরা সাজদাহ: ২৪)

>কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করলে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ ও প্রয়োজন মিটে।
তাইতো কবি আবৃত্তি করেন-

"হইয়ো না নিরাশ—
হবে যে বিনাশ যদিও হয় দেরী,
পাবে তুমি তোমার ধৈর্যের ফসল-
থাকবে না কোনো বেড়ী।
যদি তুমি উন্নত হতে চাও,
তবে গলেতে পরো ধৈর্যের মালা,
হবেই তোমার সুগম পথ, থাকবে না কোনো বালা। সে জন সফল হয়েছে,
যে জন পরেছে গলেতে ধৈর্যের মালা,
তুমিও পরো-পাবে ফসল, হবে না জীবন জ্বালা।
(দিওয়ানুল হামাসা: ২/৩৩)

সবরের সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা ও নৈকট্য অর্জন হয়। এবং আল্লাহতালা সর্বদাই সবরকারীদের সাথে আছেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমের আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন —

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين.َ

"আর অনেক নবি ছিলেন যাদের সাথী-সঙ্গীরা তাদের অনুগত হয়ে জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে। তাদের কিছু নষ্ট হয়েছে বটে তবুও তারা আল্লাহর রাহে হেরে যাননি, ক্লান্তও হননি এবং দমেও যাননি। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদেরকে খুব ভালবাসেন। (সুরা আল ইমরান :১৪৬)

আল্লাহ তায়ালা অন্য একটি আয়াতে বলেন—

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين.َ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সুরা বাকারা: ১৫৩)

সবরের ব্যাপক সুফল রয়েছে যা লিখে বা ভাষায় প্রকাশ করে শেষ করার মতো নয়। তবে সারকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালোবাসেন, যার সাথে থাকেন তার জন্য তো ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই সফলতায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে উত্তম সবরের তৌফিক দান করুন। আমিন।

টপিক –১৯: বেসবরের কুফল

আজকাল আমাদের অবস্থা খুবই কঠিন। শত্রুরা চারদিক থেকে ওঁৎ পেতে আছে। ঈমান ও তাকওয়া দুর্বল হয়ে পড়ছে। এখন শোনা যায় মাজলুমের কান্না। প্রকৃতিকে ভারী করে নির্যাতিত মায়ের করুণ আর্তনাদ। চারদিকে পাপ আর পাপ। মুনাফিকিতে ভরে গেছে পুরো পৃথিবি। এখন আমাদের ধৈর্যধারণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে আল্লাহ-র আনুগত্যের ওপর। ধৈর্যধারণ করতে হবে সব পতিত বিপদ -আপদ ও কষ্টের উপর। বিপদ মানুষকে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, মুমিন ও মুনাফিক এবং ভালো ও মন্দের কাতারে ভাগ করে দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বিপদের সময় সবর করবে, তার জন্য তা রহমত হয়ে যাবে এবং সে এর মাধ্যমে এর চেয়েও বড় বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সবর করবে না, সে এর চেয়েও ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে।

আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তোমার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হবে, সুতরাং তাতে তোমার ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহলেই তুমি পাবে জান্নাতের সুখ, পাবে আখেরাতের হাজারো নিয়ামত। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

"তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমাদের উপর (সেসব দুর্দশা) আপতিত হবে না, যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর আপতিত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। "(সুরা বাকারা:২১৪)

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে দুঃখ -কষ্ট, বালা-মুসিবতের পথ ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেই অতিক্রম করতে হবে তবেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।
*আনাস ইবনু মালিক(রা:) বলেন, রাসুল(সা:) বলেছেন -
حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات.

"কষ্টের মাধ্যমেই জান্নাতকে বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। কামনা- বাসনার মাধ্যমেই জাহান্নামকে বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। "(সহিহ মুসলিম :২৮২৩)

উপরোক্ত হাদিস তো এ কথার দলিল যে-জান্নাতে যেতে হলে হাজারো কষ্ট সহ্য করতে হবে ও তাতে সবর করতে হবে। 'কষ্টের মাধ্যমে ঘিরে রাখা হয়েছে' মানেই তো হলো জান্নাতের ঐ সুখ-শান্তি পেতে হলে বুকে ধারণ করতে হবে পৃথিবির হাজারো মুসিবত। সহ্য করতে হবে হাজারো দুঃখ-বেদনা। 'জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে প্রবৃত্তির মাধ্যমে' মানেই হলো গুনাহ থেকে বিরত থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা ছাড়া কেউ নিজেকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে না।
অতএব আমাদেরকে বেসবর হলে চলবে না।

তাই আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে, বেসবর ধৈর্যহীনতা কি?
**রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَالْأَمْرَاضِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْ بَثَّ فَلَمْ يصير

'বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধির কথা গোপন রাখা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি বিপদের কথা প্রকাশ করল, সে সবর করল না।'
(শুআবুল ইমান: ৯৫৭৪)

*ইউনুস বিন জাইদ রাবিয়া বিন আবু আব্দুর রহমান-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবরের সর্বোচ্চ স্তর কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বান্দার বিপদাপন্ন অবস্থা ও বিপদমুক্ত অবস্থা একই হওয়া।
(তাসলিয়াতু আহলিল মাসয়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৪)

অর্থাৎ বান্দা মুসিবতে পড়ার আগে যেসকল কাজ করতো সেইসকল কাজ না করা এবং যে সকল কাজ করতো না সেই সকল কাজ করাই হলো বেসবর বা ধৈর্যহীনতা।

*বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুজানি (রাহ:)বলেন, 'সালাফে সালিহিনের যুগে বলা হতো, 'মুসিবতগ্রস্ত হওয়ার পর ঘরে বসে থাকাও ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক।'

*খালিদ বিন আবু উসমান(রাহ:) বলেন, 'সাইদ বিন জুবাইর আমার সন্তানের মৃত্যুতে আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসলেন। তিনি আমাকে দেখলেন, আমি মাথা ঢেকে তাওয়াফ করছি। তিনি বললেন, "এভাবে বিনয়ী হয়ে পড়া ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক।""

চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরা কিংবা অন্তরে দুঃখ পাওয়া ধৈর্যহীনতার পরিচয় নয়। ধৈর্যহীনতা হলো, অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা।**
(উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৩২৬)

বেসবর বা অস্থিরতা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

সবরের যেমন অগনিত সুফল রয়েছে তেমনি বেসবরের রয়েছে অসংখ্য কুফল যা মানব জীবনে অকল্যাণ বয়ে আনে।

*সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:)থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ ودعا بدعوى الجاهلية

''যারা শোকে চেহারায় আঘাত করে, জামা ছিঁড়ে এবং জাহেলি যুগের মতো চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।'' (সহিহ বুখারি :১২৯৭)

*সহিহ মুসলিমে আবু মালেক আশআরি (রা:)থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ বলেন -
أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

''আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াতের চারটি কুপ্রথা রয়ে গেছে, যেগুলো তারা পরিত্যাগ করবে না-
১. বংশগৌরব,
২. অপর বংশকে তুচ্ছ করা,
৩. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা, ও
৪. উচ্চস্বরে বিলাপ।

বিলাপকারী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কেয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার জামা পরিয়ে, খোঁস-পাঁচড়ার ওড়নায় জড়িয়ে ওঠানো হবে। ''
(সহিহ মুসলিম: ৯৩৪)

*জনৈক দার্শনিক বলেন, 'ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে আনে না, তবে শত্রুকে আনন্দিত করে।

*শাকিক আল-বলখি (রহ:)বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের বিপদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও কাছে অভিযোগ করে, সে কখনো হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মিষ্টতা আস্বাদন করতে পারে না।

*জনৈক দার্শনিক বলেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তি বিপদে পড়ার প্রথম দিনেই তা (সবর) করে, যা অজ্ঞরা বহুদিন পরে করে। যে ব্যক্তি সম্মানিত লোকদের ন্যায় সবর করে না, সে বিপদ কেটে যাওয়ার পর চতুষ্পদ জন্তুদের মতো স্বস্তি অনুভব করা ছাড়া কোনো প্রতিদান পায় না।'
(তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৯)

*উমর বিন আব্দুল আজিজ (র:)এক সন্তানহারা মাকে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন, তাঁর নিকট প্রতিদানের আশা রাখুন এবং ধৈর্যধারণ করুন।' তখন মহিলা বলল, 'সন্তানের বিপদের চেয়ে আমার কাছে বড় বিপদ হলো, ধৈর্যহীন হয়ে তার বিনিময় নষ্ট করে ফেলা।'
(তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৪)

* আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল তামিমি (র:) বলেন, এক ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে জনৈক বুজুর্গ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথাযথভাবে সবর করে, আল্লাহ তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। অতএব যে বিপদ তোমার ওপর আপতিত হয়েছে, শোক-বিলাপ করে তার সঙ্গে নতুন মুসিবত যুক্ত করো না। কেননা, এটিই
তোমার জন্য বড় বিপদ। "

বিপদাপন্ন ব্যক্তির জানা থাকতে হবে যে, ধৈর্যহীনতা মুসিবতকে প্রতিরোধ করতে পারে না; বরং তা দ্বিগুণ করে তোলে। বাস্তবতাও তাই বলে যে, ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা বিপদ বাড়িয়ে দেয়। স্মরণ রাখতে হবে, অস্থিরতার ফলে শত্রু আনন্দিত হয়, বন্ধু কষ্ট পায়, প্রতিপালক রাগান্বিত হন, শয়তানের মনোরঞ্জন হয়, প্রতিদান বিনষ্ট হয় এবং মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই আমাদের কোন অবস্থাতেই বেসবর হওয়া যাবে না
আল্লাহ তায়ালা তার প্রেমময় বন্ধুকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُم.ْ

"হে নবি! আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন পূর্ববর্তী সাহসী পয়গম্বরগণ ধৈর্যধারণ করেছেন। আপনি কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। "(সুরা আহকাফ: ৩৫)
পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সবারকারীদের সঙ্গে আছেন এবং তাদেরকে ভালোবাসেন।পক্ষান্তরে যারা বেসবর বা ধৈর্যহীনতা অবলম্বন করবে আল্লাহতালা তাদেরকে পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না । তাদের বিপদ আপদে সাহায্য ও করেন না। তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। একজন বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে।
তাই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে বেসবরি থেকে বাঁচাতে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসতিরজা তথা 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়াকে মন্ত্র বানিয়েছেন।

*সহিহ মুসলিমে উম্মে সালামা (রা:)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ও ইরশাদ করেন, "কোন বিপদাপন্ন মুমিন যদি আল্লাহর নির্দেশিত নিম্নের দুআটি পড়ে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বদলা দান করবেন:
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي،وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا منها

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসিবতে সাওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন। "
(সহিহ মুসলিম : ৯১৮)

সবর করে প্রতিদানের আশা রাখলে শয়তান লাঞ্ছিত হয়, প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন, বন্ধু আনন্দিত হয়, শত্রু কষ্ট পায়, অন্তরের বোঝা হালকা হয় এবং তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আগেই সে অন্যদের সান্ত্বনা দিতে পারে। আর এটিই হচ্ছে, দ্বীনের ক্ষেত্রে অবিচলতা, যার দুআ রাসুল করতেন। বলতেন:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে (দ্বীনের) বিষয়ে অবিচলতা কামনা করছি। '(সুনানুত তিরমিজি: ৩৪০৭)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সব ধরনের বেসবরি থেকে বেঁচে থাকার এবং উত্তম সবরকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

টপিক —২০: সবরের প্রতিদান

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ মাটির বসুন্ধরায় অসংখ্য অফুরান নেয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে সকল নেয়ামত দিয়েছেন তার মাঝে অন্যতম একটি নেয়ামত 'সবর'। সবর দ্বীনের মর্যাদা সমূহ থেকে একটি সুস্পষ্ট মর্যাদা, আল্লাহ তাআলার হিদায়াত প্রাপ্ত বান্দাগণের ঘর সমূহ থেকে একটি ঘর এবং সৌভাগ্যবান ও দৃঢ় ইচ্ছার অধিকারীগণের উত্তম স্বভাব সমূহ থেকে একটি উত্তম স্বভাব।

যারা আল্লাহ-র দেওয়া হাজারো কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে, অধৈর্য হয় না। কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খেয়েও আল্লাহ-কে ভুলে যায় না বরং সবসময় নেক আমল করে, তাদের জন্য আল্লাহ-র পক্ষ থেকে বিশাল উপহার রয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.

"যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।"(সুরা হুদ:১১)

সবর একজন খাঁটি মুমিনের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ থেকে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

একজন মুমিন-মুসলিম সবরের মাধ্যমে তার জীবনের নেক আমলের প্রতিদানকে বহুগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিতে পারেন। কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা সবরের আলোচনা করেছেন এবং সবরকারীদের সীমাহীন প্রতিদান প্রদান করার মহা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বহু হাদীসের মাঝে সবরের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সবরকারীদের দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা সবরের প্রতিদানে অপরিমিত পুরস্কারের সুসংবাদ দেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে -—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)

''সবরকারীদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। "(সুরা যুমার ১০)

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সবরের প্রতিদানের কথা বলেছেন বিশেষভাবে। কোরআনে এসেছে—

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون(َ

'যারা সবর অবলম্বন করে, আমি নিশ্চয় তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" (সুরা নাহল: ৯৬)

যদিও সব আমলের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ প্রতিদান আছে, কিন্তু ধৈর্যশীলদের প্রতিদান হবে সীমাহীন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُون.َ

"আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তারা বললো ধিক্কার তোমাদের জন্য। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল। তাদের জন্য আল্লাহ-র দেয়া সওয়াব-ই উৎকৃষ্ট। এটা কেবল ধৈর্যধারণকারীরাই পায়।" (সুরা কাসাস: ৮০)

ধৈর্যশীলদেরকে দিগুণ সওয়াব দান করা হবে
পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا.

"তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে সবরের কারণে।"(সুরা কাসাস: ৫৪)

ধৈর্যধারণকারীরা দয়াময় প্রভুর থেকে সওয়াব পাবে গণনাহীন। ধৈর্যধারণের সওয়াব অন্যান্য প্রতিদান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কেননা অন্যান্য কর্মের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ যা দান করেন, ধৈর্যধারণের বেলায় এর চেয়ে দিগুণ বেলায় এর চেয়ে দিগুণ দান করেন।

##ধৈর্যশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট হবে না

দয়াময় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের আমলকে বিনষ্ট করবেন না, বরং আরো দ্বিগুণ করে দিবেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، إلا الجنة.

"আমি যখন আমার কোনো বন্ধুকে দুনিয়ার জমিন থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি, তার বিরহ-বেদনার উপর (যদি কোনো বান্দা) সবর করে সওয়াবের আশায়; তাহলে প্রতিদান হিসেবে সেই মুমিন বান্দাকে জান্নাত দেওয়া হয়।"

###ধৈর্যশীলদের জন্য প্রশংসার বাড়ি

যখন কোনো ব্যক্তির সন্তান হারিয়ে সে বিরহ-বেদনা সহ্য করে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ প্রতিদান হিসেবে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন, যার নাম হলো "বায়তুল হামদ" বা প্রশংসার বাড়ি।
*আবু মুসা আশআরি বলেন, রাসুল বলেন-

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد.

"যখন কারো সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন- তোমরা আমার এক বান্দার সন্তানকে নিয়ে এসেছো? তখন তারা উত্তরে বলে 'জ্বী।' আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন 'তোমরা কি তার অন্তরের প্রশান্তি নিয়ে এসেছো?' ফেরেশতারাও উত্তরে বলে- 'জ্বী।' তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন-'আমার বান্দা কি বললো?' তারা বলে- 'সে বান্দা আপনার প্রশংসা করেছে এবং (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন) দুআ পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ বলেন- 'যাও, তোমরা আমার সে বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করো এবং সেই বাড়ির নাম রেখে দাও 'বায়তুল হামদ'।"
(সুনানু তিরমিযি: ১০২১।)

আল্লাহর সন্তুষ্টিই বান্দার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান যা সে অর্জন করে শোকরের মাধ্যমে। কোরআনে এসেছে:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر(ُ

'আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। '(সুরা তাওবা: ৭২)

**আলি ইবনু হুসাইন (রা:)এই বলেন, কিয়ামতের দিন ধৈর্যশীলদেরকে (হাশরের ময়দানে) দাঁড়ানোর জন্য ডাকা হবে, অতঃপর কিছু লোকদেরকে বলা হবে"তোমরা সমবেত হও"। তারপর তাদেরকে বলা হবে হে অমুকেরা। তোমরা জান্নাতের সুখময় উদ্যানের দিকে চলে যাও, চলার পথে ফেরেশতাকুলের সাথে সাক্ষাত হলে তারা বলবে আমরা 'আহলে সবর' বা ধৈর্যশীল বান্দা। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কিসের উপর ধৈর্যধারণ করেছো? তারা বলবে, আমরা আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করেছি, গুনাহ না করার উপর ধৈর্যধারণ করেছি। তখন ফেরেস্তারা বলবে, যাও! জান্নাতে প্রবেশ করো। কতই উত্তম প্রতিদান তোমাদের জন্য। 'সুবহানাল্লাহ
(হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৩/১৩৯-১০০)

*জান্নাতে ধৈর্যশীলদের জন্য ফেরেশতাদের সালাম উপহার

(ধৈর্যশীলদেরকে জান্নাতে ফেরেশতারা সালাম দিবে। সারিবদ্ধ হয়ে ধৈর্যশীলদের অভিবাদন জানাবে। সালামকারীদের থেকে কেবল সৌন্দর্যই ঠিকরে পড়বে। চারদিকে শুধু মেশকের মৌ মৌ সুঘ্রাণ। মিষ্টি হেসে তারা ধৈর্যশীলদের সালাম নিবেদন করবে।)
মহান রব পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.ِ

"ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমার এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার। (সুরা রাদ: ২৪)

কাল কেয়ামতের দিন যখন সবার আমলনামা দেখানো হবে তখন তার সবরকারী বান্দার আমলনামা গোপন রাখবেন।

**রাসুল্লাহ (সা:)ও বলেন।

قال الله إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو فى ولده أو في ماله فاستقبله يصبر جميل استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا

"আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যদি আমার কোনো বান্দার দেহে বা সন্তান-সন্ততিতে কিংবা ধন-সম্পদে মুসিবত দেই, আর সে যদি এই মুসিবতকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং

পরিপূর্ণভাবে ধৈর্য ধারণ করে, কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য 'মিজান' বা হিসাবের পাল্লা দাঁড় করতে কিংবা তার আমলের নথিপত্র খুলতে লজ্জাবোধ করি।'"
(, মুসনাদুশ শিহাব: ২/৩০০)
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।

*সুলাইমান ইবনু কাসেম বলেন-
প্রত্যেক সওয়াবের প্রতিদান সর্ম্পকে জানা যায়, কিন্তু ধৈর্যটা এর ব্যতিক্রম। কেননা সবরের বেলায় আল্লাহ প্রতিদান দেন সীমাহীন।

*আওযাঈ বলেন, ধৈর্যশীলদের এত বেশী সওয়াব দান করা হয় যে, যা মাপা বা ওজন করাও সম্ভব না। ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ সাগরে ডুবিয়ে দেন।

##আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُون(َ

'আজ আমি তাদের সবরের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম।'
. (সুরা মুমিনুন: ১১১)
এই আয়াতে সাফল্যকে সবরের প্রতিদান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা হলো এই, সবর আল্লাহ তায়ালার নিকট এই পরিমাণ পছন্দ যে এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে তার নিজ অনুগ্রহে বেশুমার প্রতিদান দিবেন। কোন মানুষের পক্ষে এর ধারনা করা সম্ভব নয়। কোন বান্দা যখন দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা হাসিল করে ফেলে তখন তার আর কিছুই প্রয়োজন হয়না।আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে উত্তম সবরের মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখিরতে সফলতা লাভ করার তৌফিক দান করুন,আমিন।

টপিক —২১:কয়েকটি প্রতিষেধক

বিপদের সময় মানুষের অবস্থা একেক রকম হয়। এক শ্রেণী বিপদ-মুসিবতকে মনে করে পবিত্র হওয়া ও নতুন করে পথ চলার একটি ধাপ। আরেক শ্রেণী আছে, যত বড়ো বিপদেই পড়ুক না কেন তারা তাওবা করে না এবং শিক্ষাও গ্রহণ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

"সব ধরনের লোকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুসারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা-কিছুই করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন।"
(সুরা আনআম:১৩২)

বিপদের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিপদ দূর হবে ইনশা আল্লাহ । বিপদ- আপদ, বালা-মসিবতে হা হুতাশ না করে সবরের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করতে হবে। এই লড়াইয়ের পথ যেন সহজ হয় সেই লক্ষ্যে নিচে কিছু প্রতিষেধক উল্লেখ করা হলো-

প্রতিষেধক -১.

বিপদ-মুসিবত ও সঙ্কট থেকে মুক্তির প্রাথমিক সমাধান হলো, আমাদের মনে করতে হবে এটি আমাদের গোনাহের কারণে হয়েছে। কুরআনের ভাষায়,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

"তোমাদের যে বিপদ দেখা দেয়, তা তোমাদের নিজ হাতের কৃতকর্মেরই কারণে দেখা দেয়। আর তিনি তোমাদের অনেক (অপরাধকর্ম) ক্ষমা করে দেন।"
(সূরা শূরা: ৩০)

*কুরআনে আরও বলা হয়েছে,

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

"আর তোমার যা কিছু অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজেরই কারণে।"(সূরা নিসা: ৭৯)

*অন্যত্র এসেছে,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

"তোমাদের ওপর যখন বিপদ এসে পড়ল তোমরা বলতে লাগলে, এ আবার কোথায় থেকে এল? তোমাদের এ অবস্থা কেন? অথচ (বদরের যুদ্ধে তোমাদের শত্রুদের ওপর) এর দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। হে নবি, ওদের বলে
দাও, তোমরা নিজেরাই এ বিপদ এনেছ। "
(সূরা আল ইমরান: ১৬৫)

>>আলি (রা:) বলেন, "প্রত্যেকটা বিপদের কারণ হচ্ছে গুনাহ এবং তাওবা ব্যতীত সেই বিপদ কোনোভাবেই কাটবে না।
তাই বিপদ -আপদে হা হুতাশ করে সময় নষ্ট না করে আমাদের গুনাহের কারনেই এটা হয়েছে ভেবে সেই মুহুর্তে আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা করতে হবে। তবেই আমাদের জন্য কঠিন পরিস্থিতিতে সবর করা সহজ হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন -
“وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
"যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো-না-কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। "

প্রতিষেধক- ২.

বিপদ -আপদে পতিত হলে আমাদের বুঝতে হবে যে, এই বিপদ স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে। আর সত্যিকার অর্থে উবুদিয়্যাহ (আল্লাহর একজন দাস হওয়া) বলতে আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, সেটা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়াকেই বোঝায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم(

" আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা তাগাবুন: ১১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলকামা (র:) বলেন, "এই আয়াতটা এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে "যে নাকি কোনো বিপদে পতিত হয়, কিন্তু অনুধাবন করে যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, এরপর সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করে। "(তাবারি, আত, তাফসীর)

প্রতিষেধক- ৩.

বিপদ- আপদে আমরা এটা ধারনা রাখবো যে, এই জটিল পরিস্থিতি আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে প্রতিষেধক ওষুধরূপে পাঠিয়েছেন। ওষুধের প্রকৃতিই হচ্ছে তেতো। রোগ - ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে যেমন অনেক বিষাদ ওষুধও মুখ বন্ধ করে খেতে হয়। একইভাবে আল্লাহর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ কিংবা অধৈর্য হওয়া থেকে বিরত থেকে , আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সবর করতে হয়। আর এভাবেই আমরা নিজেদের কে কল্যানের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

*ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন,

• যখনই আল্লাহ তাআলা কারও কল্যান চান, তিনি প্রতিষেধকস্বরূপ তাকে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করেন, যা তাকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করতে থাকে, যতক্ষণ-না সে পরিপূর্ণভাবে পরিশোধিত এবং পরিমার্জিত হয়ে যায়। আর এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ায় উঁচু মর্যাদায় আসীন করেন; সে আল্লাহর উপাসনা করে এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদানে তাকে ভূষিত করা হয়; সর্বোপরি, আল্লাহর দর্শন এবং নৈকট্য লাতে সে ধন্য হয়।"

*আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন -

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

"অতএব আল্লাহ উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।"

অর্থাৎ কেবল আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে যে কোন পরিস্থিতিতে হিফাজত করতে পারেন। তিনিই আমাদের রব, পরম করুণাময় ও মহাজ্ঞানী সত্তা, যিনি আমাদেরকে বিধ্বস্ত বা ধ্বংস করতে চান না। বরং তিনি আমার নিজের থেকেও বেশি আমার কল্যাণ কামনা করেন।

প্রতিষেধক-৪.

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে,দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতার সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে নিজের কৃত পাপসমূহ। আর এই কঠিন পরিস্থিতি সেই পাপসমূহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে দেয়। *রাসূল (সা:) বলেন,

' কোনো মুমিন কখনোই এমন কোন দুর্দশা, উদ্বিগ্নতা, দুঃখবোধ কিংবা দুশ্চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হয় না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ না করেন। (বুখারি,মুসলিম)

*রাসূল (সা:) আরো বলেন,

' যখন কোনো ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তার নিকট দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাদের বলে দেন, 'লোকটি তাকে দেখতে আসা লোকদের কী বলে শোনো।' যদি সে তাদের নিকট আল্লাহর প্রশংসা ব্যক্ত করে এবং তাঁর ব্যাপারে ভালো কথা বলে, ফেরেশতারা তাঁকে সে কথা জানিয়ে দেন যদিও তিনি এ ব্যাপারে তাদের থেকে বেশি অবগত। তখন আল্লাহ তাআলা
বলেন, 'সুতরাং আমার বান্দার নিকট আমার পক্ষ থেকে একটি ওয়াদা এই যে, সে যদি মারা যায় আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করব। আর যদি আমি তাকে সুস্থ করে দিই তবে তার গোশতকে উত্তম গোশত দ্বারা, রক্তকে উত্তম রক্ত দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেবো এবং তার গুনাহসমূহ মুছে দেবো।
(আল-মুনযিরি, তারগীব)

এমনকি আমাদের পূর্বসূরিরা একে অপরকে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের পর অভিনন্দন জানাতেন। মুসলিম বিন ইয়াসার বলেন, "তাঁরা একজন আরেকজনকে রোগমুক্তির পর বলতেন-পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য অভিনন্দন!”

এই কাঠিন্যগুলো শুধু আমাদের পাপের বোঝাই হালকা করে না বরং আমাদের পুণ্যের পাল্লাও ভারি করে। এ ব্যাপারে রাসূল এ-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

• যখন আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করা মানুষগুলো দুনিয়ার জীবনে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় কাটিয়ে দেওয়া মানুষগুলোকে আল্লাহ-প্রদত্ত পুরস্কার দেখতে পাবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে- যদি তাদের চামড়াকে কাঁচি দ্বারা চাঁছা হত। (তিরমিযি)

আর এ কারণেই আমাদের কতিপয় সালাফরা বলতেন, "যদি দুর্ভোগ না থাকত, তবে আমরা আল্লাহর কাছে রিক্তহস্তে মিলিত হতাম।"
(ইবনু জাওযি, সিফাতুস সাফওয়া)

*ইমাম ইবনুল কায়্যিম-এর বর্ণনানুযায়ী, একজন আবেদ মহিলা একটি দুর্ঘটনায় তার একটি আঙুল হারায়। অথচ তখনও সে মুচকি হাসছিল। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, "তুমি তোমার আঙুল হারানো সত্ত্বেও হাসছ?"

সে জবাবে বলল, "এই ব্যথার বিনিময়ে প্রাপ্ত পুরস্কারের মিষ্টতা আমাকে ব্যথার তিক্ততা ভুলিয়ে দিয়েছে।"
(ইবনুল কায়্যিম, মাদারিজুস সালিকিন)

প্রতিষেধক -৫.

আল্লাহ তাআলা যার ভালো চান, তার কঠিন পারিপার্শ্বিকতাই এর একটা প্রমাণ।
যেমনটি আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন,
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(َ

■ তোমাদের যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। তোমাদের কাছে হয়তো কোনো বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা
তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।"
(সুরা আল বাকারা:২১৬)

**রাসূল (সা:) বলেন,

' আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন দুনিয়ায় তার দুঃখ- কষ্ট বাড়িয়ে দেন। কিন্তু যখন তিনি কারও জন্য অন্যথা চান, তখন তিনি তার দুর্ভোগ উঠিয়ে নেন, যাতে বিচার-দিবসে দুর্ভোগের বোঝা পুরোপুরি তার ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন।(তিরমিজি)

ফুযাইল ইবনু ইয়ায (র:)বলেন,

' মানুষ যেমন কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে তার পরিবারের তত্ত্বাবধান করে, ঠিক একইভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশ্বাসী বান্দাকে পরীক্ষার মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করেন। "(গাজালি, ইহয়াউ উলুম আদ্দীন)

তিনি আরও বলেন,

' ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ সত্যিকার ঈমান অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ সে দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষাকে আশীর্বাদস্বরূপ এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে দুর্ভাগ্য হিসেবে না গ্রহণ করবে। (আবু নুআইম, হায়াতুল আউলিয়া)

অতএব,আমরা যখনই কোনো দুর্বিপাকে পতিত হবো, তখন এই বাক্যটিকে আমরা স্লোগানে পরিণত করবো —"আল্লাহ তাআলা যা করেন, ভালোর জন্যই করেন ।"

প্রতিষেধক -৬.

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যখন তার কোন প্রিয় বান্দাকে তাই নিকটবর্তী করতে চান তখন তিনি তাকে বিপদ আপদে ফেলেন। কেননা সময় আমরা আল্লাহ তা'আলাকে যেভাবে স্মরণ করুন অন্য কোন সময় এভাবে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিনা। তাই নৈকট্যপ্রাপ্তরাই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হন।
রাসূল-কে জিজ্ঞেস করা হলো: কাদেরকে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয়?

তিনি বললেন,

الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ يُبْتَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَاءٍ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَتْ عَنْهُ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ فِي الْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِي فِي الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

• নবিগণ, তারপর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, তারপর তাদের অনুরূপ লোকজন, অতঃপর তাদের অনুরূপ লোকজন। মানুষকে তার দ্বীন অনুপাতে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়-তার দ্বীন পালনে দৃঢ়তা থাকলে তার বিপদ-মুসিবত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর দ্বীন পালনে নমনীয়তা থাকলে তার বিপদ-মুসিবত হালকা করে দেওয়া হয়। বান্দা যত দিন দুনিয়ায় বিচরণ করে, তত দিন তার পরীক্ষা চলতে থাকে, যতক্ষণ-না সে পাপমুক্ত হচ্ছে।

আর এ কারণেই আমাদের পূর্বসূরিরা বলতেন, যাকে কোনো বিপদে পতিত করা হয়েছে, তাকে নবিগণের পথেই অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন -

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْر الله

"সুতরাং কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ।
নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ।"
[সুরা আল-ইনশিরাহ :৫- ৬]

যেমন অন্ধকার যতো গভীর হয় ভোরের আলো ততো নিকটবর্তী হয়।

তেমনি ভাবে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, আমাদের উপর বিপদ- আপদ ও কষ্টের মাত্রা যতো বেশি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের সম্ভাবনা ও ততো বেশি।

প্রতিষেধক -৭.

আমরা সর্বদা নিজের সমস্যাকে ছোটো ভাববো এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করবো।
আর আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাইবো
যেন এই দুর্ভাগ্য আমার দ্বীনদারিতাকে আক্রান্ত করতে না পারে।

সমস্যাগুলো ততটুকুই বড় হয়, যতটুকু আমরা সেটাকে বড় করি। আরবিতে একটা প্রবাদ আছে:

هونها وتهون

"তালকে তিল করা।"

অন্যভাবে বলতে গেলে এর মানে হলো, সমস্যাকে যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত করা। আর এটা নিম্নলিখিত উপায়ে করা সম্ভব:

১.এর থেকেও খারাপ অবস্থার কথা চিন্তা করে নিজের সমস্যাকে ছোটো মনে করা।
দীর্ঘসময় ধরে দুর্বিপাকে থেকেও মুষড়ে না পড়া এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি কীভাবে এত স্থিরতা এবং ধৈর্যাবলম্বন করতে পারেন?" তিনি বললেন, "আমি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার সাথে সাথেই জাহান্নামের তীব্র শাস্তির কথা স্মরণ করি। আর তখন সেই কষ্টটাকে আমার কাছে মাছির মতোই তুচ্ছ মনে হয়।"

সমস্যাটা যে সত্যিই ততটা মারাত্মক নয়, এর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজের কষ্টটাকে কমিয়ে আনতে হবে।
যেমন, কারো যদি একটি চোখ নষ্ট হয়ে থাকে তবে সে যেন আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এই কারণে যে, সে উভয় চোখই হারাননি।
আবার, যদি কারও একটা হাত ভেঙে যায়, তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, অন্তত তার মেরুদণ্ড ভেঙে যায়নি।

*বিখ্যাত আবিদ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি একবার ত্বকের ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার বন্ধু এটা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। তখন মুহাম্মাদ তাকে বললেন, "আল-হামদুলিল্লাহ! ক্ষতটা আমার জিহ্বায় কিংবা চোখের কিনারায় হয়নি।"

*এক গরিব-অসুস্থ-অন্ধ এবং প্রতিবন্ধী লোককে প্রায় সব সময় বলতে শোনা যেত- "প্রশংসা শুধুই আল্লাহর, যিনি আমাকে তাঁর অনেক বান্দার থেকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।"

এটা শুনে একজন লোক তাকে বললেন, "আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোন দিক দিয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন?"

বদ্ধ লোকটি জবাব দিলেন, "তিনি আমাকে একটা জিহ্বা দিয়েছেন, যা দিয়ে তাঁর যিকর করতে পারি, তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপনকারী হৃদয় দিয়েছেন এবং বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বনকারী একটা দেহ দান করেছেন। "
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, এটা কত মহৎ একটি চিন্তা- ভাবনা!! যা আমাদের কষ্ট লাঘবে উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা:) বলেন, "আমার ওপর আপতিত প্রত্যেকটা বিপদের মধ্যে আমি ৪টা কল্যাণ অবলোকন করি:

১) বিপদটা আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে ছিল না।

২) আমাকে এই কঠিন পরিস্থিতিতে সংযম অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখা হয়নি।

৩) এর চেয়েও বড় বিপদ হতে পারত।

৪) আর আমি এটার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান আশা করি। "(মানাবি, ফাইদুল কাদীর)

আমাদের প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করে বর্তমান সমস্যাটাকে তুচ্ছ মনে করবো। এই বিষয়টা কতই-না দুঃখজনক যে, আমাদের প্রতি বর্ষিত অজস্র নিয়ামাতের ব্যাপারটাতে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমরা শুধু দেখতে পাই সেই একটামাত্র নিয়ামাত, যা থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা ঠিক নয়।

যখন উরওয়া বিন যুবাইর (রা:)-এর পা কর্তন করা হয়, তখন ইবনু তালহা (রা:) তাকে বললেন, "আল্লাহ তাআলা তো আপনার জন্য শরীরের বেশিরভাগ অঙ্গই অক্ষত রেখেছেন; অন্তর, জিহ্বা, দুটো চোখ, দুটো হাত এবং একটা পা।"

উরওয়া (রা:)বললেন, "আপনার থেকে উত্তমভাবে কেউই আমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেনি।"

নিজের বিপদটা যে কত তুচ্ছ, সেটা অনুধাবনের জন্য শুধু নিজের চারপাশের মানুষগুলোর যাপিত জীবনের দিকে তাকানোই যথেষ্ট । খুব দ্রুত আমরা অনুধাবন করতে পারবো যে, প্রত্যেকটা মানুষই কোনো-না-কোনোভাবে সমস্যায় জর্জরিত।

প্রতিষেধক -৮.

যখনই আমরা অনুভব করবো যে দুশ্চিন্তা আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তখনই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ইলম এবং যিকরের মজলিসসমূহে অংশগ্রহণ করার। আমরা সাধারণত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জনসমাগম এবং কল্যাণময় জায়গাগুলো থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলি, যা আমাদের ক্ষতকে শুধু গভীর করে। যে প্রশান্তি হারানোর অভিযোগ আমরা করি, সেটা তো কেবল আল্লাহ তায়ালার স্মরণেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আল্লাহর স্মরণকে এমন একটি দুর্গে রূপান্তর করতে হবে যেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারবো। তাই কুরআন তিলাওয়াত এবং তাফসীর অধ্যয়নের মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা আমাদের অন্তরের পরিবর্তন অনুভব করতে সক্ষম হবো।
* আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল (সা:)কে বলেন,

إنا نحن نزلنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَيِّمًا أو كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ ليلا طويلا.

" আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করেছি। অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্য-সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ কাফিরের আনুগত্য করবেন না। এবং সকাল- সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সাজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। "
(সূরা ইনসান, ৭৬: ২৩-২৬)

>>এই আয়াতগুলো সম্পর্কে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (র:) বলেন,

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সকাল-সন্ধ্যায় যিকর করতে আদেশ করেছেন, কেননা আল্লাহর স্মরণই ধৈর্যশীল হতে সবচেয়ে উত্তম সহায়ক। তাকে রাতে সালাতের মাধ্যমে ধৈর্যাবলম্বনের আদেশ করা হয়েছে। কেননা রাতের সালাতগুলো তাঁর দিবসের দায়িত্বপালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এটা তাঁর শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করে।"(জামি' আর রাসাইল)

*রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده

' যখনই কোনো মানুষ আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘরে কুরআনের জ্ঞান অর্জনে একত্র হয়, তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হবে, রহমাত তাদের ঘিরে রাখবে, ফেরেশতারা তাদের আবৃত করে রাখবেন এবং আল্লাহ তাদেরকে স্মরণ করবেন। (আবূ দাউদ: ১৪৫৫)

>আল্লাহর যিকরই একমাত্র অস্ত্র, যা তাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে পাপী শাসককে মোকাবিলা করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। শাইখ আস সা'দি এ ব্যাপারে বলেন, "আল্লাহর স্মরণ প্রতিটা ব্যাপারে সহায়তা দান করে। এটা মানুষকে স্বস্তি দান করে এবং তাদের বোঝাকে হালকা করে।
(তাফসীর আস সা'দি)

প্রতিষেধক -৯.

দুনিয়া শান্তির জায়গা নয়। দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রস্বরূপ ।
এখানে প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে।
জীবিকা অর্জনের সময়কার কষ্ট, জ্ঞানার্জনের পেছনে দেওয়া পরিশ্রম, চাকুরি, বিয়ে এবং সন্তান লালনপালনের কষ্ট, দুর্বল স্বাস্থ্য, বার্ধক্য এবং মৃত্যুকালীন তীব্র যন্ত্রণা-এসব তো প্রায় প্রতিটা মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেউ যদি কোনোরকম সমস্যাবিহীন জীবন আশা করে, অথবা ধারণা করে একমাত্র সে-ই দুর্দশাগ্রস্ত, অথবা কল্পনা করে সে-ই সবচেয়ে বেশি কষ্টের মধ্যে আছে, সে আসলে ভুল ভাবছে। কেননা দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেককেই পরীক্ষা করা হচ্ছে।

যেমনটা সুফইয়ান ইবনু উআইনা (র:)বলেছেন, এই দুনিয়াটা বিষাদময়। তাই যে অনাকাঙ্ক্ষিত দিনগুলো আপনি স্বস্তির মধ্যে কাটান, সেগুলোকে বোনাস হিসেবে নিন। "
(ইবনু আবদিল বার, বাহজাতুল মাজালি)

আবদুর রহমান নাসির ছিলেন আন্দালুসিয়ার একজন বিখ্যাত গভর্নর। তিনি স্বস্তিতে অতিক্রান্ত দিনগুলো নোট করে রাখতেন। তিনি চরম কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতেন এবং যারা তার রাজ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে নিদারুণ সংগ্রাম করেছিলেন। যখন তিনি মারা গেলেন, তখন শত্রুরা তার নোট করা স্বস্তির দিনগুলোর হিসাব দেখতে পেল। তারা

মাত্র ১৪ দিনের হিসাব পেল, যদিও তিনি ৫০ বছর সময়কাল আন্দালুসিয়াকে শাসন করেছিলেন।
(যাহাবি, সিয়ারা আ'লামিন নুবালা)

তাই দুনিয়াকে একটা অস্থায়ী পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

*ইমাম আহমাদ(র:)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আমরা কবে শান্তি পাব?"

তিনি উত্তর দিলেন, "জান্নাতে প্রথম পদক্ষেপটি রাখার সাথে সাথেই।"

আমরা সব সময় এই উত্তরটি সামনে রাখবো তাহলেই আমাদের কষ্ট কমে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের জান্নাতে সেই পদক্ষেপ রাখার তৌফিক দান করেন। আমিন।

প্রতিষেধক -১০

বিপদ-আপদে এটা অনুধাবন করা যে, আল্লাহ তাআলা হয়তো জান্নাতে আমার জন্য একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু আমার নেক আমল সেই স্থানে অধিষ্ঠান করানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আর তাই তিনি আমাকে কষ্টে পতিত করার মাধ্যমে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে সেই মাকাম অর্জনে সাহায্য করেন।
রাসূল (সা:)বলেন,

' জান্নাতে একটা নির্দিষ্ট মর্যাদা অর্জনের যথেষ্ট ভালো আমল না থাকা স্বত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার জন্য তা নির্ধারিত করে দেন, তখন তিনি তাকে শরীর, সম্পদ এবং সন্তানসন্ততি দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন। তদুপরি তাকে ধৈর্য ধারণে উৎসাহ দেন এবং এভাবে জান্নাতের সেই নির্ধারিত মর্যাদায় তাকে পৌঁছে দেন, যা তিনি তার জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

আমরা যখন অনুধাবন করতে পারবো যে, এই উদ্বিগ্নতা কিংবা কঠিন পরিস্থিতি আখিরাতে আমাদের উঁচু মর্যাদা অর্জনের সোপানসরূপ, তখন এগুলোর মোকাবিলা করা আমাদের জন্য অনেকাংশেই সহজ হয়ে যাবে।

(আবু দাউদ)
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন,
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون. َ

■ যে মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করবে-হোক সে পুরুষ কিংবা নারী-আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি উত্তম প্রতিদান দেবো। "(সূরা নাহল, ১৬:৯৭)

পরিশেষে বলতে পারি যে,
এটা আমাদের দুর্বল সত্তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁকে ছাড়া আর কোনো কিছুর সাথেই আমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ জুড়ে দেননি।
উত্তাল সমুদ্রের মাঝে যখন একটি নৌকা চলতে থাকে তখন সেই নৌকাটি কখনো ডুবে আবার কখনো ভাসে। এভাবে চলতে চলতেই- সে এক সময় তীরে এসে পৌঁছায়। আমাদের জীবনটাও তেমনি একটি নৌকা। আর আমরা সবাই সেই নৌকার যাত্রী। আমরাও মাঝে মাঝে বিপদ-আপদে, বালা-মুসিবতে ডুবে যাই আবার মাঝে মাঝে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ারে ভাসতে থাকি। এভাবে চলতে চলতে একসময় আমরাও তীরে ভিড়বো ইনশা আল্লাহ। তবে এই পথে চলতে হলে আমাদের প্রয়োজন বেসুমার সবর।
তাহলেই আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভ করতে পারবো,আর যে ব্যাক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভ করতে পারবে তার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা নিশ্চিত।
আল্লাহ তাআলা যেন এই প্রতিষেধকগুলোকে তার কাছে পৌঁছানোর এই ক্ষণস্থায়ী যাত্রায় আমাদের জন্য স্বস্তির মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমিন।

টপিক — ২২: একটি কবিতা

ধৈর্যের পথ অনেক বড়

ধৈর্য ধরে আদম কাঁদিলেন সাড়ে তিন'শ বছর,
তারপরে ক্ষমায় শুচি হলো আদমের অন্তর।
সাড়ে নয়'শ বছর ধরে দ্বীনের দাওয়াতে নূহ,
শত লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় বলেননি কভু উহ।
মাছের পেটে ইউনুস নবি চল্লিশটি দিন ধরে,
তাসবিহ-তাহলিল পড়েছিলেন এক আল্লাহর উপরে।
আইয়ুব নবির সর্ব গায়ে পোকার বসতি,
ধৈর্য ধরেছে শত বছর সেবায় রহিমা সতী।
করাতের আঘাতে দেখ দেহ হইলো দুই ভাগ,
প্রভু হতে যাকারিয়া পেয়েছিলেন ধৈর্যের ডাক।
সয়েছে মুসা ফেরাউন জাতির কত অত্যাচার,
ধৈর্যের ফলে নীল নদ জ্বলে রাস্তায় হলো পার।
তপ্ত আগুনে ইবরাহিম শিক্ত তা সকলে জানি,
কত ধৈর্য কত প্রেমের ফসল পুত্র কুরবানি।
প্রতিক্ষায় ইয়াকুব নবি দিলেন ধৈর্যের পরীক্ষা,
ধৈর্যের মাঝে ইউসুফ দিলেন ত্যাগেরই শিক্ষা।
কত ধৈর্য কত সহ্য কত মহানুভবতা হলে,
শত আঘাতে তাদের জন্য দোয়ায় হাত তুলে।
ধৈর্য ধরে সইলেন মুহাম্মাদ আঘাত অপমান,
ধৈর্যের ফলে বিশ্ব মাঝে আজকের মুসলমান।
————O—————সমাপ্ত

ধৈর্যধারণ করা আমাদের উপর অনেক কঠিন হবে, তবুও আমাদেরকে হাজারো কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করতে হবে, অধৈর্য হলে হবে না। গুনাহ না করে তাতে ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ জাহান্নামের আগুনের ওপর ধৈর্যধারণ করা থেকে। আখেরাতের ময়দানে জাহান্নামের শিকলে বন্দী হওয়ার থেকে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ। কতই না উত্তম ধৈর্যধারণের স্থান। আর কতই না উত্তম চরিত্র ধৈর্যধারণের চরিত্র। আসুন আমরা সবাই জীবনের প্রতিটি ক্ষণে-ক্ষণে হাজারো কষ্ট আসলেও তাতে ধৈর্যধারণ করে জান্নাতের পথ সুগম করি।

সবশেষে রবের দরবারে হাত তুলে বলি-

হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি আমাদের জন্য সবরের রাস্তা খুলে দিন।

হে প্রেমময় প্রভু! আপনি আমাদেরকে তাদের দলে অর্ন্তভুক্ত করে দিন, যারা কষ্টের অকূল দরিয়ায় পতিত হয়েও তাতে ধৈর্যধারণ করেছে।

হে আমাদের রব! আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে প্রবেশ করিয়ে দিন যারা সঠিক পথ পেয়েছে, যাদের জন্য সোজা রাস্তা সুস্পষ্ট রয়েছে।

ওগো আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে পথ প্রদর্শন করুন যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে ধৈর্যধারণ করেছে। আমিন।

টপিক —২৩: পরিশিষ্ট

মানুষের জীবনে কঠিন বিপদের মুহূর্ত কিংবা পরিস্থিতি যে কোনো সময়ই আসতে পারে। কঠিন পরিস্থিতি যে শুধু ক্ষতিকর বিপদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এমনটি নয়; বরং দুনিয়ার রোগ-ব্যাধি, মহামারি, ঝড়- তুফান, বন্যা-বজ্রপাত, চাকরি-বাকরি, পড়া-শোনা, পরীক্ষা-ইন্টারভিউ, ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ কিংবা দেশ- বিদেশে যে কোনো বিষয়েই হতে পারে।

পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করার বিকল্প নেই। মানুষ যত বড় ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন; মহান আল্লাহর ক্ষমতার কাছে কিছুই নয়; আবার আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বিকল্প কোনো ক্ষমতা বা সাহায্যও নেই।

তাই যদি কেউ যে কোনো বিষয়ে কঠিন পরিস্থিতি বা বিপদে পড়ে যায়; তবে তার উচিত হাদিসের অনুসরণে নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। যা পড়তেন স্বয়ং বিশ্বনবি (সা:)। কারণ তিনি নিজেও এ রকম অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। হাদিসে এসেছে- হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন -

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا
وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَاشِئْتَ سَهْلًا

'অর্থ: হে আল্লাহ! কোনো কিছুই সহজ নয়; তুমি যেটিকে সহজ করে দাও; সেটি ছাড়া। তুমি যখন চাও, পেরেশানিকে সহজ করে দাও।' (ইবনু হিব্বান)

আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন বিষয়ে সাহায্য চেয়ে দুয়া করলে তিনি তা সহজ করে দেন।তাই যদি দুনিয়া তার সকল তিরগুলো নিক্ষেপ করে এবং তরবারিগুলো শাণিত করে, তবুও আমরা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকব এবং তার ফয়সালায় শোকর করব এবং আনুগত্যে সবর করব ইনশা আল্লাহ ।

ধৈর্যের পূর্ণতা হলো, রোগব্যাধিসহ সকল মুসিবত গোপন রাখা, তবে নেক এর রত্নভান্ডার হলো, মুসিবত, ব্যথা-বেদনা ও সদাকা গোপন রাখা।
(ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন:৪/৭৮)

আওন বিন আব্দুল্লাহ (র:) বলেন, 'যে কল্যাণের সাথে অকল্যাণের কোনোরূপ মিশ্রণ নেই, তা হলো সুস্থতা ও নিরাপত্তার সময় শোকর করা এবং মুসিবতের সময় সবর করা।
(তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৪)

সর্বোপরি কথা হচ্ছে আমরা যে যেই অবস্থাতেই থাকি না কেন হা-হুতাশ, বিলাপ, অভিশাপ না করে সর্বাবস্থায় সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করবো তাহলেই আমরা আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি হাসিল করতে পারবো এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারবো।

আল্লাহ তায়ালা হলেন, অনুগ্রহকারী এবং পর্যাপ্ত দানকারী।

আল্লাহ তায়ালা বলেন -

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত। (সুরা আজ জুমার:১০)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই সকল ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত করুন, কিয়ামতের দিন যাদের উদ্দেশে ঘোষণা করা হবে-

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, যেহেতু তোমরা সবর অবলম্বন করেছিলে, কাজেই কত ভালো এই পরিণাম-গৃহ!"(সুরা আর রাদ:২৪)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে শোকরকারী, সন্তুষ্ট, সবরকারী এবং প্রতিদান প্রত্যাশীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদেরকে সেই জান্নাতে একত্র করুন, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। যাতে রয়েছে সফলতা। যেখানে নেই ব্যর্থতা। যাতে রয়েছে অমর জীবন ও চিরস্থায়ী বিলাসিতা।

উপরিউক্ত লেখাগুলোতে যা কিছু ভালো ছিলো সব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আর যা কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল তা আমার পক্ষ হতে।

আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয়

প্রার্থনা করি, যেন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবার ভুল -ত্রুটি, অন্যায়- অপরাধ মার্জনা করে আমাদের সবাইকে সবর এবং শোকরের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যের জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন। তিনি আমাদেরকে এই লেখাগুলোর মাধ্যমে উপকৃত করেন এবং তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই লেখাগুলোকে মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। তার ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা যেন আসহাবুল জান্নাতুল ফেরদৌস হতে পারি।

আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

টপিক –২৪: তথ্যসূত্রঃ

>বইসমুহ

গুনাহ থেকে বাচুন।

সবর ও শোকরঃ পথ ও পাথেয়।

বিপদ যখন নিয়ামত ১।

বিপদ যখন নিয়ামত ২।

ধৈর্য হারাবেন না।

সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান।

>গুগল

জাগো নিউজ

আল কাউসার

কালের কণ্ঠ

ছাত্রসংবাদ

মুফতি জুবায়ের উস্তাদ এর শিট

অন্যান্য